IPC
لجنة التعريف بالإسلام
ISLAM PRESENTATION COMMITTEE
جمعية النجاة الخيرية

مبرة الآل والأصحاب
سلسلة سير الآل والأصحاب (٨)

নবী পরিবার ও সাহাবী

ভালবাসা ও আত্মীয়তা

নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর নির্দেশনামূলক সারনি

নবী পবিবার ও সাহাবীগণের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ক সিরিজ (৬)



প্রণয়নে:
আলী ইব্ন হামাদ আত্ তামীমী
গবেষক, শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র

ভাষান্তর:
মুহাম্মদ রুহুল আমিন

مبرة الآل والأصحاب

নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ক সিরিজ (৬)

নবী পরিবার ও সাহাবী
ভালবাসা ও আত্মীয়তা

নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর নির্দেশনামূলক সারনি

প্রণয়নে:
আলী ইব্ন হামাদ আত্ তামীমী
গবেষক, শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র
মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব

ভাষান্তর:
মুহাম্মদ রুহুল আমিন

তৃতীয় প্রকাশ ১৪৩১ হি/ ২০১০ ইং

প্রকাশের মুহূর্তে কুয়েত জাতীয় গ্রন্থাগারের তালিকাভুক্তি

২৩৯,৯ আত্ তামীমী, আলী ইব্ন হামাদ ইব্ন মুহাম্মদ.
আল-আল ওয়াস সাহাবা: মুহাব্বাহ ওয়া কারাবাহ .../ আলী ইব্ন হামাদ ইব্ন মুহাম্মদ আত্ তামীমী. ১ম প্রকাশ
কুয়েত: মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব, ২০০৮
পৃষ্ঠা-৫৪; ২৪ সেমি- "আল-আলাকা আল-হামীমাহ বাইনাল আল ওয়াল আসহাব, ৬"
ISBN: 978-99906-674-1-7

১. সাহাবী ও তাবেঈ
২. মুহাজির ও আনসার
৩. নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক
ক. শিরনাম
খ. সিরিজ

নিবন্ধন সংখ্যা: ১৩৯/২০০৮
ISBN: 978-99906-674-1-7

‘মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব’ এর লিখিত অনুমতি ছাড়া
কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন না করার শর্তে
এই গ্রন্থ প্রকাশের অধিকার নবী পরিবার ও সাহাবী প্রেমিকদের জন্য উন্মুক্ত ।

বর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ
১৪৩১ হি/ ২০১০ ইং
মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব

.

ফোন: ২২৫৫২৩৪০-২২৫৬০২০৩, ফ্যাক্স: ২২৫৬০৩৪৬
পোস্ট বক্স # ১২৪২১, আল-শামীয়াহ, পোস্ট কোড # ৭১৬৫৫
কুয়েত
e-mail: almabarrh@gmail.com
www.almabarrah.net

ব্যাংক হিসাব নং: কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ 201020109723

উৎসর্গ

পবিত্র নবী পরিবার ও ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তান সাহাবী প্রেমিকদের উদ্দেশ্যে

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

মুবাররাহর প্রতিষ্ঠা ও এর উদ্দেশ্য[১]

কুয়েত রাষ্ট্রের জনকল্যাণ ও দাতব্য সংস্থা সংক্রান্ত আইন এবং এ বিষয়ক নীতিমালার ভিত্তিতে 'মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব' নামে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় কুয়েত সিটিতে ।

সমাজকল্যাণ ও শ্রম মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নং ২৮/২০০৫ এর অধীনে সংস্থাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে । সমাজকল্যাণ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের দাতব্য সংস্থা বিভাগে এটি ২৩ নম্বরে অধিভূক্ত হয় ।

মুবাররাহর উদ্দেশ্যঃ

১- মুসলমানদের অন্তরে পবিত্র নবী পরিবার (আহলে বাইত) ও সহাবীগণের প্রতি ভালবাসার বীজবপন ।

২- সমাজের সর্বস্তরে শরীআতের ইলম বিশেষত: ইবাদাত ও লেনদেনের ক্ষেত্রে নবী পরিবার ও সাহাবীগণের ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের প্রসার ।

৩- নবী পরিবার ও সাহাবীগণের ভূমিকা, ইসলামের সাহায্য, মুসলমানদের রক্ষা এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর হিদায়াত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁরা যে মহান খিদমাতের দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলেন তার ভিত্তিতে শিক্ষাদান ।

৪- জাতীয় ঐক্য ও সংহতি এবং পবিত্র নবী পরিবার ও সাহাবীগণের ব্যাপারে কতিপয় মুসলমানের অন্তরে যে ভুল ধারণার জন্ম দেয়া হয়েছে তা দূর করার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা তৈরিতে সহযোগিতা করা ।

[১] . সমাজকল্যাণ ও শ্রম মন্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত মুবাররাহর গঠনতন্ত্র থেকে সংকলিত।

অনুবাদকের কথা

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা, যার একান্ত অনুগ্রহে "আল-আল-ওয়াল আসহাব: মুহাব্বাহ ওয়া কারাবাহ" গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। দরুদ ও সালাম শ্রেষ্ঠ মানুষ ও নবীগণের নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তাঁর পরিবার ও সাথীগণের উপর।

নবী পরিবার বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরদাদা হাশিমের অধ:স্তন বংশধরকে বুঝায় যাঁদের জন্য সাদকা গ্রহণ হারাম। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে তাঁদের বিশেষ মর্যাদার ঘোষণা এসেছে।

'সাহাবী' শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ হলেও ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় শব্দটি ইতিহাসের ঐ সব শ্রেষ্ঠ মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন। আল্লামা ইব্ন হাজর 'সাহাবী'র পরিচয় বর্ণনা করেছেন এভাবে, "যাঁরা ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত পেয়েছেন এবং মুমিন অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন।" অতএব নবী পরিবারের যাঁরা ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়েছিলেন তাঁরাও সাহাবী।

নবী পরিবার বর্হিভূত অন্যান্য সাহাবী জন্মসূত্রে ভিন্ন বংশের হলেও তাঁদের পরস্পরের ভালোবাসা, হৃদ্যতা, আন্তরিকতা তাঁদেরকে একই গোত্রভুক্ত করেছিল। তাঁদের ভ্রাতৃত্ব রক্ত সর্ম্পকের দাবিকে ছাড়িয়ে মানুষের পারস্পারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। ক্ষেত্র বিশেষে এ সম্পর্ক রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় এমনকি সহদর ভাইকেও উপেক্ষা করার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিল। বদর যুদ্ধের সমাপ্তি লগ্নে মুসলিম বাহিনী যখন কাফির সৈন্যদের বন্দী করছিল তখন মাসইব ইব্ন উমাইর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর নিজের ভাইকে বন্দী করার জন্য আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ রাদি আল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করে বলেন, ওকে বন্দী করুন, ওর মা অনেক ধনবতী, আপনি মোটা অংকের মুক্তিপণ পাবেন। মাসআব রাদি আল্লাহু আনহুর কথা শুনে তাঁর ভাই বিস্ময়ে হতবাক। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বললেন, ভাইয়া! তুমি? ভাই হয়ে আমাকে বন্দী করার জন্য..... তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মাসআব রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, চুপ কর হতভাগা! তুই নয় উনিই আমার ভাই। এ জাতীয় নজির ইসলামের ইতিহাসে অগণিত।

সাহাবীগণ মূলত: নিজেদেরকে একই পরিবারভূক্ত, বরং একই দেহের অংশ মনে করতেন। কারণ তাঁরা তাঁদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "মুমিনগণ পরস্পরের ভালবাসা ও হৃদ্যতার ক্ষেত্রে একটি দেহ সমতুল্য। যদি শরীরের কোন একটি অংশ আক্রান্ত হয় তবে গোটা শরীরে জ্বর বয়ে যায়। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত "তাঁরা নিজেদের মধ্যে দয়ার্দ্র", "শীসা ঢালা প্রাচীর", "দেয়ালের ইট", "উত্তম জাতি" এসব উপমার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত তাঁরাই। আহলে বাইতের বাড়তি মর্যাদার কারণে সাহাবীগণ তাঁদের ঘরে বিবাহ করতে বা তাঁদের সাথে নিজেদের পরিবারবর্গের বিবাহ দিতে আগ্রহী ছিলেন। অন্যদিকে আহলে বাইতের সদস্যগণ অন্যান্য সাহাবীকে নিজেদের থেকে আলাদা না ভাবার কারণে তাঁদের ঘরে বিবাহ করতে বা বিবাহ দিতে আগ্রহী ছিলেন।

ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন চক্র মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে তাঁদেরকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এ চক্রটিই আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সময়ের কয়েকটি রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে সম্বল করে 'আহলে বাইত' ও অন্যান্য সাহাবীর মধ্যে শত্রুতার কল্পকাহিনী রচনা করেছে। আর মুসলমানগণ নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, তাহজীব-তামাদ্দুন ভুলে গিয়ে ঐ কুচক্রি মহলের কল্পকাহিনীতে প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে হানাহানি, খুনাখুনি করছে আর ইসলাম বিরোধী শক্তি এর ফায়েদা লুটছে। অথচ আহলে বাইত ও সাহাবী সকলেই আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাতমে নবুওয়াতে বিশ্বাসী ছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে মোট ২২টি চিত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে আহলে বাইত ও সাহাবী মূলত: একই সুতায় গাঁথা একটি মালা। বিশ্বের ইতিহাসে তাঁদের হৃদ্যতা, ভালবাসা, সামাজিক বন্ধন, সৌহাদ্যের দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। চিত্রগুলো এমনভাবে অংকিত যে তা সব ধরণের পাঠক উপযোগী। প্রতিটি চিত্রের পরে এর সার-সংক্ষেপ ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি যেমন সহজবোধ্য তেমন ব্যপক ইঙ্গিতবহ এবং বর্তমান বিশ্বের জন্য অতিগুরুত্ববহ।

কুয়েতের 'মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব' সংস্থা আমাকে এ মূল্যবান গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করে। অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদককে সব সময় মূল লেখকের বন্দীশালায় আবদ্ধ থাকতে হয়। মূল আরবির প্রাঞ্জল অনুবাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসংগে আমি তাঁদেরকে অগ্রিম ধন্যবাদ জানাই যাঁরা সংশোধনের নিয়্যাতে এর মধ্যে কোন অসমাঞ্জস্যতা দেখলে আমাদেরকে অবগত করবেন।

মহান আল্লাহ এ গ্রন্থ থেকে উপকার হাসিল করে আমাদেরকে তাঁর তাওহীদ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের খতমে নবুওয়াতের বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থেকে ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন ..... আমীন।

১১৯০, পূর্ব মনিপুর
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মুহাম্মদ রুহুল আমিন
৫ শাবান ১৪৩১ হিজরী
১৯ জুলাই ২০১০ ইং

সূচীপত্র

ভূমিকা/১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশিদুনের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক/১৩

শ্রেষ্ঠমানব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যাগণ/১৫

আলী ইব্‌ন আবু তালিব ও ফাতিমাতুয যাহরা রাদি আল্লাহু আনহুমার পবিত্র বিবাহ/১৭

যেসব নাম আলী রাদি আল্লাহু আনহু ও তাঁর সন্তানেরা ভালবাসতেন/১৯

নবী (সা) ও সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক/২১

আবু বকর সিদ্দীক আমাকে দুইবার জন্ম দিয়েছেন/২৩

নবী (সা) ও উমর রাদি আল্লাহু আনহু পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক/২৫

আমি দুই খলীফার সন্তান/২৭

হুসাইন ইব্‌ন আলী রাদি আল্লাহু আনহু/২৮

নবী গৃহে উসমান রাদি আল্লাহু আনহু/৩১

নবী (সা) ও উসমান রাদি আল্লাহু আনহু পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক/৩৩

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবার ও তাঁদের পিতৃব্য পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক/৩৫

নবী গৃহে যুবাইর রাদি আল্লাহু আনহু/৩৭

আলী রাদি আল্লাহু আনহু পরিবার ও যুবাইর রাদি আল্লাহু আনহু পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক/৩৯

আলী রাদি আল্লাহু আনহু পরিবার ও তালহা রাদি আল্লাহু আনহু পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক/৪১

সাহাবীগণের সন্তানদের মধ্য থেকে হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুর জামাতাগণ/৪৩

মুহাম্মদ আল-বাকের/৪৫

হাফসা বিন্‌ত মুহাম্মদ আদ্‌দীবাজ খুলাফায়ে রাশিদুন, তালহা ও যুবাইর রাদি আল্লাহু আনহুমের নাতনী/৪৭

সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ মুমিনগণের মাতাগণ/৪৯

জান্নাতের শুভসংবাদ প্রাপ্ত দশজন/৫১

খুলাফায়ে রাশিদুনের শেষ আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থান/৫৩

আত্মীয়তা ও সাহচর্যের যৌথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যাঁরা/৫৫

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন। যাতে তিনি এ দ্বীনকে অন্য সব মতাদর্শের উপর বিজয়ী করেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। দরুদ ও সালাম মানবতার সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত মহামানব, তাঁর পবিত্র পরিবার ও পুণ্যবান সাথীগণের প্রতি যাঁরা তাদের নবীর সুন্নাত মানুষের দুয়ারে পৌঁছেছেন এবং তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করেছেন।

অতঃপর...

এটি বিশটি সম্পর্কের একটি সারণি যা নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যকার ভালবাসা ও আত্মীয়তার বিষয়ে আলোচনা করবে। এর মধ্যে এ অকাট্য প্রমাণ ও সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে যে, নবী পরিবার ও সাহাবীগণ ঠিক তেমনই ছিলেন যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "পরস্পরের মধ্যে দয়ার্দ্র"। তাঁরা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের পাশে শ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ। তাঁদেরকে তাঁদের নবী শিক্ষা দিয়েছেন, শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। তাঁরা মানবতার শিক্ষক ছিলেন তাঁদের মুখের কথা দিয়ে নয় বরং নিরুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উন্নত নৈতিকতা দিয়ে।

আমরা এখানে তাঁদের মধ্যে অনুষ্ঠিত পঞ্চাশটিরও অধিক বৈবাহিক সম্পর্ক বর্ণনা করেছি, যার প্রক্রিয়া তাঁদের সন্তান ও উত্তরসূরীদের মধ্যে পাঁচ বা ছয় প্রজন্ম পর্যন্ত চলমান ছিল এবং যা তাঁদের পরস্পরের প্রেমপ্রীতি, সৌহাদ্য ও সামাজিক বন্ধনের সাক্ষ্য প্রদান করে।

এই সারণিগুলোর সহজবোধ্যতা, বর্ণিত তথ্যাবলির সুক্ষ্মভাবে অতিদ্রুত মস্তিস্কে ধারণ ইত্যাদি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে মুবাররাহ নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যকার মহান সম্পর্ক বর্ণনার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

এসব বৈবাহিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

১- এসব বৈবাহিক সম্পর্ক ও নামসমূহ শিয়া ও সুন্নী উভয় দলের কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্যগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

২- ইতিহাস, জীবনী ও জীবন-চরিতের গ্রন্থাবলীতে বিবাহের আলোচনা করা হয় গতানুগতিক বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে, অনুসন্ধানমূলক নয়। এ কারণে এ পরিসরে আরও অনেক বৈবাহিক সম্পর্ক থাকতে পারে যা এসব গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি বা কোন ভাবেই যার বর্ণনা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি।

৩- আরবীয় সংস্কৃতিতে বিবাহ ও বৈবাহিক আত্মীয়তাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় বিধায় আরবরা যে ব্যক্তি বংশগত ও কর্মের দিক থেকে সম্মানিত তাকে ছাড়া অন্য কারও সাথে বিবাহ করে না বা বিবাহ দেয় না। ইসলাম এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে। তবে এক্ষেত্রে তাকওয়াকেই সম্মানের প্রধান মানদণ্ড নির্ধারণ করে। বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচনই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির মূল বিষয় যা বর্তমান সময় পর্যন্ত চলে আসছে।

৪- সন্তানের জন্য সুন্দর নাম নির্বাচন করা একটি আর্ন্তজাতিক সামাজিক প্রথা। যা শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর কোন মানুষ তার নিজের কাছে বা সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে ভাল শব্দ দিয়ে ছাড়া নিজ সন্তানের নাম রাখে না।

৫- বনু হাশিম তাঁদের সন্তানদের দ্বীন ও বংশের দিক থেকে তাদের সমপর্যায়ের ছাড়া অন্য কারও সাথে বিবাহ দিতেন না। এমনকি হাশিমীদের কেউ যদি সমপর্যায়ের নয় এমন কাউকে বিবাহ করত তবে উক্ত বিবাহ বাতিল করার ব্যাপারে শাসকগণ হস্তক্ষেপ করতেন। এ বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা যেন তিনি এই গ্রন্থ থেকে উপকার হাসিল ও মুসলমানদের অন্তর সত্যে অভ্যস্ত করার তাওফীক দেন।

আলী ইব্ন হামাদ আত্তামীমী
২২ জামাদিউল আওয়াল ১৪২৯ হিজরী
২৭ মে, ২০০৮ ঈসায়ী।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
বৈবাহিক আত্মীয় ও প্রিয়জন

রাসূল (সা) ও খুলাফায়ে রাশিদুনের (রা) মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক

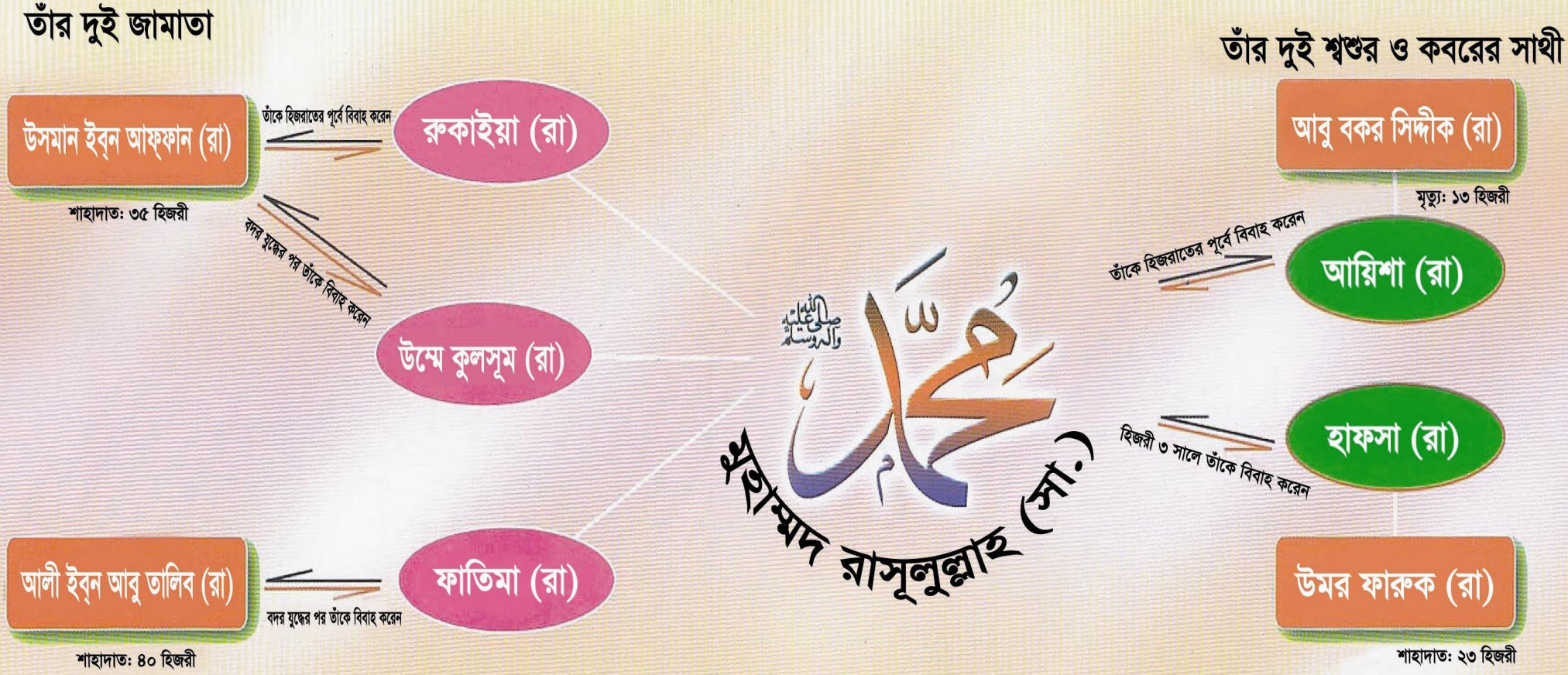

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
"তোমাদের জন্য আমার ও সুপথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদুনের সুন্নাত"
সহীহ হাদীস যা সুনানে আরবা ও মুসনাদ আহমদে বর্ণিত হয়েছে

প্রথম সারণি

রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশিদুনের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক

এই সারণিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চার খলীফা রাশিদের বৈবাহিক সম্পর্ক দৃশ্যমান হয়েছে। আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর কন্যা আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ দেন। যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তৃতীয় ও একমাত্র কুমারী স্ত্রী ছিলেন। তাছাড়া তিনি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী কিন্তু সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাককারী ছিলেন। সাহাবীগণ বিভিন্ন ফাতওয়া জানতে তাঁর কাছে ছুটে যেতেন।

আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহা ৫৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন এবং দীর্ঘ ৯ বৎসর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হিসেবে তাঁর সাথে ছিলেন।

আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ অবধি তাঁর স্ত্রী হিসেবে ছিলেন। তিনি তাঁর হুজরাতে, তাঁর জন্য নির্ধারিত দিনে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর হুজরাতেই তাঁকে দাফন করা হয়। এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টির স্পষ্ট নিদর্শন।

এই সম্পর্কের ভিত্তিতে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্বশুর হন। এমনকি তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরেও তাঁর বন্ধু থেকে যান। তাঁকে তাঁরই পাশে দাফন করা হয়। যদি তিনি উত্তম মুমিন না হতেন তবে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলের পাশে তাঁকে দাফন করাকে পছন্দ করতেন না।

উমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহুর কন্যা হাফসা রাদি আল্লাহু আনহা যিনি ছিলেন অধিক রোযাদার ও অত্যাধিক ইবাদাতকারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ৩য় হিজরীতে বিবাহ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী হিসেবে ছিলেন। তিনি কুরআনের প্রামাণ্য কপির রক্ষক ছিলেন। অর্থাৎ আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবীগণ কুরআন সংকলন করে যে কপিটি প্রস্তুত করেন তা হাফসা রাদি আল্লাহু আনহার কাছে অবশিষ্ট থাকে।

উমর রাদি আল্লাহু আনহু ইসলামের প্রথম দিক থেকে অদ্যাবধি এমনকি সৃষ্টিকূলের পুনরুত্থান পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী। তিনি তাঁর পাশে সেই পবিত্র হুজরায় শায়িত। এটি তাঁদের মধ্যকার গভীর সম্পর্কের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য।

উসমান ও আলী রাদি আল্লাহু আনহুমার সাথে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈবাহিক সম্পর্কের বর্ণনা পরবর্তীতে আলোচিত হবে।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

مبرة الآل والأصحاب

শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ (সা)-এর
কন্যাগণ

ফাতিমা (রা)

- বিশ্ব নারীদের সর্দার।
- রাসূল (সা)-এর ছোট মেয়ে।
- নবুওয়াত প্রাপ্তির ১ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।
- হিজরী ২য় সালে হযরত আলী তাঁকে বিবাহ করেন।
- হিজরী ১১ সালের রমজান মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।
- তাঁর গর্ভে জান্নাতের যুবকদের সর্দার হাসান ও হুসাইন, যয়নাব ও উম্মে কুলসূম (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

যয়নাব (রা)

- রাসূল (সা)-এর বড় মেয়ে।
- নবুওয়াত প্রাপ্তির ১০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।
- ইসলাম আগমনের পূর্বে তাঁকে তাঁর খালাত ভাই আবুল আস ইব্ন রবীই বিবাহ করেন।
- হিজরাতের প্রাক্কালে কুরাইশ মুশরিকরা উটের পিঠ থেকে তাঁকে ফেলে দিলে গর্ভচ্যুতির কারণে রাসূল (সা) জীবদ্দশায় হিজরী ৮ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।
- তাঁর গর্ভে আলী (শিশুকালে মারা যান) ও উমামা জন্মগ্রহণ করেন। যাকে ফাতিমা (রা)-এর ইন্তেকালের পর আলী (রা.) বিবাহ করেন।

তাঁরা সকলে ছিলেন মুমিন ও হিজরতকারী
আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট।

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ,

আপনার কন্যাগণ

ও মুমিন নারীগণকে বলুন
তারা যেন তাদের চাদরের একাংশ দ্বারা
নিজেদের আবৃত করে।"

সূরা আহযাব: ৫৯

তাঁদের মাতা ছিলেন বিশ্ব নারীদের সর্দার ও
মুমিনগণের মা
খাদীজা বিন্‌ত খুয়াইলিদ (রা)

রুকাইয়া (রা)

- নবুওয়াত প্রাপ্তির ৭ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি তাঁর স্বামী উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর সাথে হাবশায় হিজরত করেন।
- তিনি হাম রোগ ভোগ করার পর মুসলমানগণ যখন বদর যুদ্ধে ছিলেন তখন মদীনায় ইন্তেকাল করেন।
- তাঁর গর্ভে উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর ঔরসে আব্দুল্লাহ নামে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন যিনি হিজরী ৬ সালে ইন্তেকাল করেন।

উম্মে কুলসূম (রা)

- মহানবী (সা)-এর ৩য় মেয়ে।
- তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে রুকাইয়া (রা)-এর জন্মের পর জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর বোন রুকাইয়া (রা)-এর ইন্তেকালের পর উসমান ইব্ন আফফান (রা) তাকে বিবাহ করেন। এ কারণে উসমানকে যুন্নুরাইন উপাধি দেয়া হয়।
- রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় হিজরী ৯সালের শাবান মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।
- তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

দ্বিতীয় সারণি

শ্রেষ্ঠ মানব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যাগণ

"শ্রেষ্ঠ মানবের কন্যাগণ" শীর্ষক এই চিত্রটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যাগণের জীবন-চরিত উপস্থাপন করছে। তাঁরা সকলেই ছিলেন মুমিন নারী ও হিজরাতকারীনী। তাঁদের মাতা ছিলেন বিশ্ব নারীকূলের সর্দার খাদীজা বিন্ত খুয়াইলিদ রাদি আল্লাহু আনহা।

তাঁদের সকলের বড় ছিলেন যয়নাব রাদি আল্লাহু আনহা: তিনি নবুওয়াতের ১০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে তাঁর খালাত ভাই আবুল আস্ ইব্ন রবি' বিবাহ করেন। যিনি আবদ মান্নাফ বংশোদ্ভূত (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতৃব্য সন্তান) ছিলেন। তাদের ঘরে আলী (শিশু কালে মারা যায়) এবং উমামা জন্মগ্রহণ করেন। উমামাকে তাঁর খালা ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহার ইন্তিকালের পর আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহু বিবাহ করেন।

অতঃপর বিশ্ব নারীকূল শিরোমণি ফুটন্ত দুই ফুল হাসান-হুসাইনের মা ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহা যিনি যাহরা উপাধিতে ভূষিত: তিনি নবুওয়াতের ১ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কনিষ্ঠ ও সর্বাধিক মর্যাদাবান কন্যা। ২য় হিজরীতে খলীফা রাশিদ ও ন্যায়পরায়ণ ইমাম আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং তিনি ১১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের মাত্র ছয় মাস পর ইন্তিকাল করেন।

দুই হিজরাতের অধিকারীনী রুকাইয়া রাদি আল্লাহু আনহা: তিনি নবুওয়াতের ৭ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। আবু লাহাবের ছেলের সাথে তালাক হওয়ার পর উসমান ইব্ন আফফান রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং স্বামী উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। তাঁদের ঘরে আব্দুল্লাহর (শিশুকালে মারা যায়) জন্ম হয়। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে মদীনায় হিজরাত করেন এবং বদর যুদ্ধের অর্ন্তবর্তী সময়ে ইন্তিকাল করেন।

উম্মে কুলসূম রাদি আল্লাহু আনহা: তিনি নবুওয়াতের পূর্বে রুকাইয়া রাদি আল্লাহু আনহার জন্মের পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মদীনায় হিজরাত করেন। বোন রুকাইয়ার ইন্তিকালের পর উসমান ইব্ন আফফান রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর কোন সন্তান হয়নি। তিনি ৯ম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

ফাতিমাতুয যাহরা ছাড়া তাঁদের সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। আর ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের ছয় মাস পর ইন্তিকাল করেন। প্রাচীন ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ একমত যে, তাঁরা সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা ছিলেন। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর বাণী "আপনার কন্যাগণ" দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দ্বারা বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা একজন নয়। এ কথার উপর সুন্নাহর প্রমাণ ও পূর্ববর্তী আলিমগণের ঐকমত্য রয়েছে। এ পরিসরে প্রিয় পাঠকের খিদমাতে আমরা ২৭টি তথ্যগ্রন্থের উল্লেখ করছি যা এ বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করবে। এ থেকে আরও জানা যাবে যে, যারা ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একমাত্র কন্যা ও অন্যদেরকে পালিত কন্যা বলেন তাদের দাবির কোন ভিত্তি নেই।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

مبرة الآل والأصحاب

আলী ইব্‌ন আবু তালিব ও ফাতিমাতুয যাহরা (রা.)-এর পবিত্র বিবাহ

বিবাহের ভোজ (অলীমা)ঃ
সায়াদ (রা) একটি মেষ দিয়ে অলীমার আয়োজন করেন। কতিপয় আনসার সাহাবী কয়েক ছা' ভূট্টা নিয়ে আসেন।[২]



সময় ও স্থানঃ
হিজরী ২য় সালে বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার পর মদীনা মুনাওয়ারায়।



বাসগৃহঃ
সাহাবী হারিস ইব্‌ন নোমান আল আনসারী (রা) তাঁকে একটি ঘর উপহার দেন।[৩, ৫]



প্রস্তাবঃ
আবু বকর সিদ্দীক, উমর ইব্‌ন খাত্তাব ও সায়াদ ইব্‌ন মুয়ায (রা) আলী (রা) কে এ প্রস্তাবের প্রতি ইঙ্গিত করেন।[১]



বিবাহের সরঞ্জামঃ
আবু বকর, বিলাল ও সালমান ফারসী (রা) মহানবী (সা)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী বিবাহের সরঞ্জাম ক্রয় করেন। যার মধ্যে ছিল একটি শক্ত বিছানা, এক টুকরা চামড়া, একটি পানির পাত্র, একটি বালিশ, খাইবারের ঢিলা জামা ও জাঁতা।[৪]



মোহরঃ
একটি পুরাতন বর্ম যা উসমান (রা) চারশত দিরহামের বিনিময়ে আলী (রা) থেকে ক্রয় করেন। যখন আলী (রা) চারশত দিরহাম বুঝে পান তখন উসমান (রা) বর্মটি ফেরত দেন এবং বলেন- এটি আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য উপহার। অত:পর আলী (রা) বর্ম ও দিরহাম উভয়টি গ্রহণ করেন।[৪]



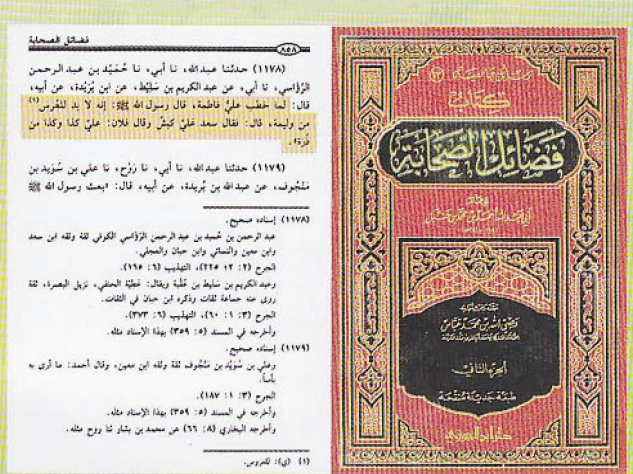



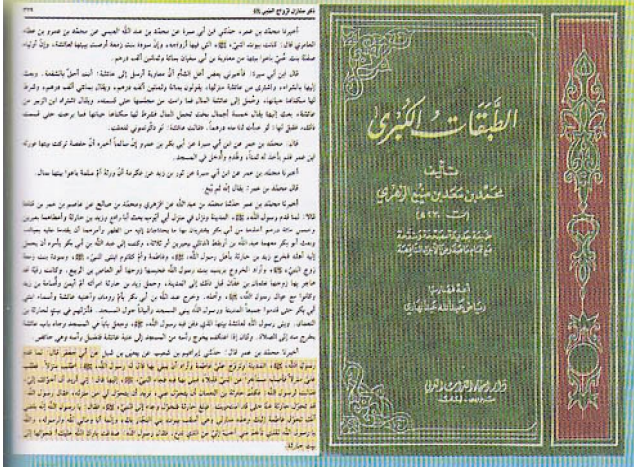



তৃতীয় সারণি

আলী ইব্ন আবু তালিব ও ফাতিমাতুয যাহরা (রা)-এর পবিত্র বিবাহ

চিত্রটি বিভিন্ন তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে (যার ফটোকপি সংযুক্ত হয়েছে) এ সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহার সাথে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর বিবাহের ক্ষেত্রে অনেক সাহাবী মুখ্য ভূমিকা রাখেন। প্রীতি ও ভালবাসা ছাড়া এর পিছনে অন্য কী স্বার্থ থাকতে পারে?

এর প্রমাণ নিম্নরূপ:

১- যারা আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহার জন্য প্রস্তাব দিতে উৎসাহিত করেন তাঁরা হলেন, আবু বকর, উমর, সাআদ ইব্ন মুআয রাদি আল্লাহু আনহুম। আর এটি ছিল বদর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে।

২- আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে যিনি মোহরের অর্থ প্রদান করেন তিনি হলেন উসমান রাদি আল্লাহু আনহু। এক্ষেত্রে তিনি যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছিলেন তা এমন ছিল যে, উসমান রাদি আল্লাহু আনহু আলী রাদি আল্লাহু আনহু থেকে ৪০০ দিরহামের বিনিময়ে একটি লৌহ বর্ম ক্রয় করেন। অতঃপর আলী রাদি আল্লাহু আনহু যখন দিরহামগুলো বুঝে নেন তখন উসমান রাদি আল্লাহু আনহু বর্মটি ফেরত দিয়ে বলেন, এটি আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য উপহার স্বরূপ। এভাবেই আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সম্মান ও আত্মমর্যাদা হিফাযত হয়। আর এটি উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর কোন অনুগ্রহ প্রদর্শনও নয় আবার নিজের বড়ত্ব প্রকাশও নয়।

৩- এই বিবাহে আনসারদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ সাআদ রাদি আল্লাহু আনহু মেষ জবেহ করে ওলীমার আয়োজন করেন। তাছাড়া কতিপয় আনসার সাহাবী ভুট্টা প্রদান করে এই ওলীমায় শরীক হন।

৪- আনসারদের অবদান এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। হারিস ইব্ন নুমান আল-আনসারী রাদি আল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহ সংলগ্ন তাঁর একটি ঘর আলী ও ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহুমাকে উপহার দেন।

৫- অবশেষে তবে সর্বশেষ নয় সাহাবীগণ যাঁদের অগ্রভাগে ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু নব দম্পত্তির জন্য উপঢৌকন ও বিবাহের সরঞ্জাম ক্রয় করেন।

নবদম্পত্তির জন্য এমন কী সহযোগিতা রয়েছে যা সাহাবীগণ করেননি?

কী জিনিস তাঁদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে?

এর অন্তরালে তাঁদের কী চাওয়া-পাওয়া ছিল?

হে আল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারের প্রতি ভালবাসা, প্রীতি ও সৌহাদ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) ও তাঁর সন্তানেরা যেসব নাম ভালবাসতেন

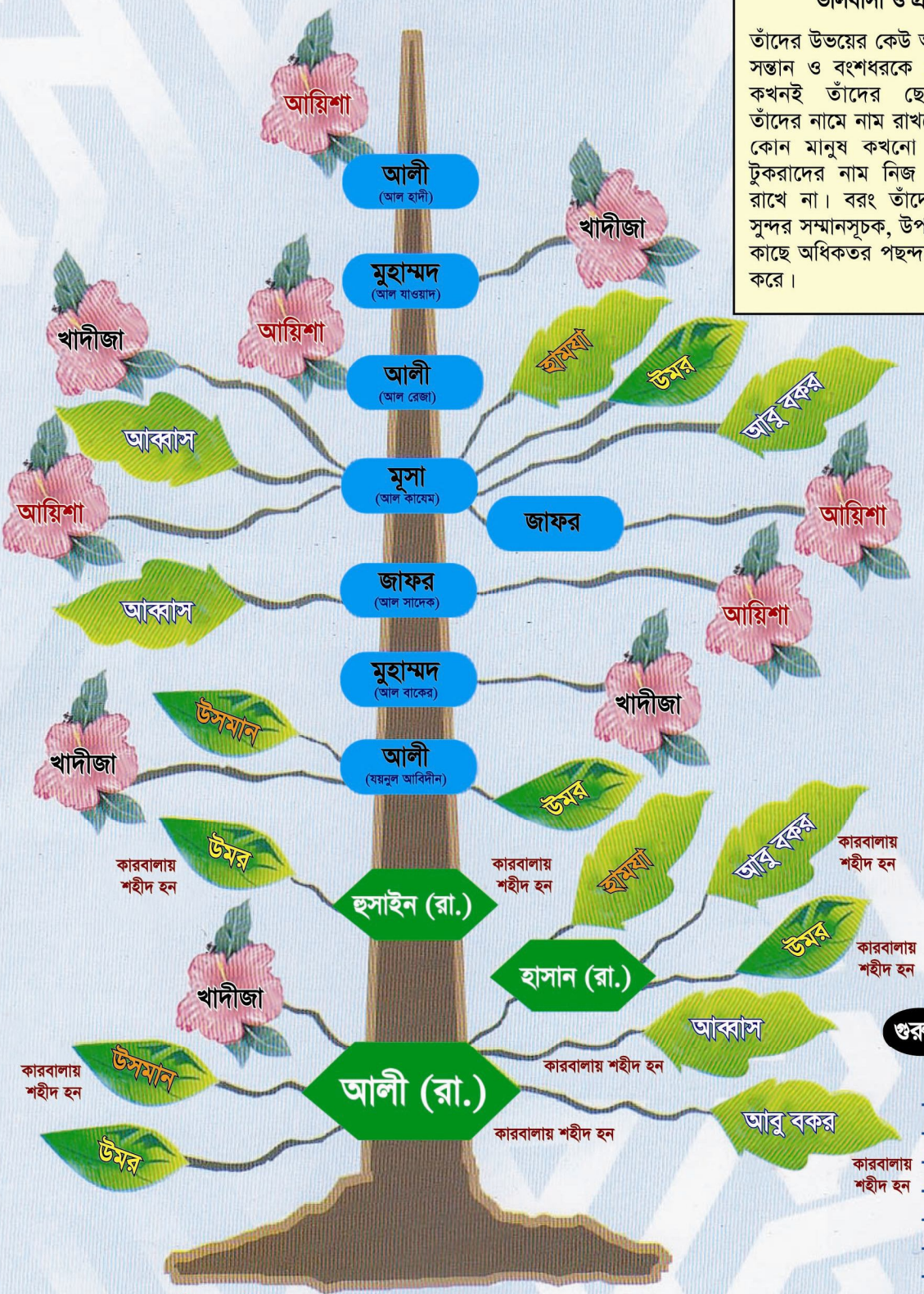

ভালবাসা ও প্রতিদান

তাঁদের উভয়ের কেউ আলী (রা), তাঁর সন্তান ও বংশধরকে প্রতিহত করলে কখনই তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে তাঁদের নামে নাম রাখতেন না। কারণ কোন মানুষ কখনো তার কলিজার টুকরাদের নাম নিজ শত্রুদের নামে রাখে না। বরং তাঁদের জন্য সুন্দর সুন্দর সম্মানসূচক, উপযুক্ত ও অন্তরের কাছে অধিকতর পছন্দনীয় নাম বাছাই করে।

বি:দ্রঃ এই গাছে কতিপয় নাম দৃশ্যমান হয়েছে, সবগুলো নয়।
পরিসরের স্বল্পতার কারণে আলী (রা.)-এর বংশের অনেক নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি।
যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হলো ফাতিমা, জাফর ও যয়নাব।

পিতা পুত্রের সম্পর্ক

সাহাবী

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্রঃ

- তারিখে দামেস্ক
- তবকাতে ইব্‌ন সায়াদ
- আনসাবে আরব
- নসব কুরাইশ
- আনসাবুল আশরাফ
- তারিখে ইয়াকুবী
- আল-মাহবার
- আল-আসীলী
- কাশফুল গুম্মাহ
- আল-ইরশাদ

ফোন: ২৫৬০২০৩/২৫৫২৩৪০, ফ্যাক্স: ২৫৬০৩৪৬, হট লাইন- ৯১৮৪৩৩৩, পোস্ট বক্স- ১২৪২১, শামিয়্যাহ, পোস্ট কোড- ৭১৬৫৫, কুয়েত
www.almabarrah.net, e-mail: almabarrh@gmail.com

চতুর্থ সারণি

যেসব নাম আলী (রা) ও তাঁর সন্তানরা পছন্দ করতেন

এই বরকতময় বৃক্ষটি নিরীক্ষণ করুন!

আবু বকর, উমর, উসমান সকলেই কারবালায় অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছিলেন!

আসুন আমরা বিষয়টি অনুধাবন করি!

আবু বকর ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব, তাঁর ভাতিজা আবু বকর ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব, উমর ইব্ন হাসান, উমর ইব্ন হুসাইন এবং তাঁদের দুই চাচা আব্বাস ও উসমান ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব (তাঁদের মাতা কালাবিয়া) ।

এ কথা ভোলার নয় যে, উমর ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ ইন্তিকাল করেন । উমর ও উসমান আলী ইব্ন হুসাইন এর দুইপুত্র ।

এ বিষয়টি বরং ষষ্ঠ প্রজন্ম পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয় । মূসা আল-কাজিম তাঁর সন্তানদের মধ্যে দুই পুত্রের নাম রাখেন আবু বকর ও উমর ।

নবী পরিবারের পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির আরও দৃষ্টান্ত পেতে চান! যারা আনসার ও মুহাজিরদের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁদের পূর্বপুরুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁদের সাহচর্যকে যথার্থ মূল্যায়ন করতেন ।

আপনার খিদমাতে আরও উদাহরণ-

আয়িশা বিন্ত জাফর আস্‌সাদিক!

আয়িশা বিন্ত মূসা আল-কাজিম!

আয়িশা বিন্ত আলী রিযা!

আয়িশা বিন্ত জাওয়াদ!

প্রিয় ভাই! নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে এ জাতীয় অসংখ্য মূল্যবান সম্পর্ক ও তাৎপর্যবহ নামকরণের প্রমাণ পাওয়া যায় । এরপরও কি আমরা মতলববাজ প্রাচ্যবিদদের কথাকে সত্য বলব এবং তাদের ভ্রান্ত চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে তাঁদেরকে (আহলে বাইত ও সাহাবী) কলংকিত করে বলব যে, তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল শত্রুতা ও বিদ্বেষের সম্পর্ক? হে আল্লাহ! অবশ্যই না । মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের কুমন্ত্রণা, প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহর কাছে মুক্তি চাই ।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

নবী (সা) পরিবার ও সিদ্দীক (রা) পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক

আল্লাহ বলেনঃ " মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর যারা তাঁর সাথে রয়েছে তারা কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর ও নিজেদের মধ্যে দয়ার্দ্র। (সূরা- আল ফাতহ:২৯)
আল্লাহ বলেনঃ " আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। শুধুমাত্র নিকটতমদের জন্য প্রীতি।" (সূরা- আশশুরা:২৩)
এই চিত্রটি এ সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, নবী পরিবার ও তাঁর সাহাবাগণ মূলত একই। তাঁরা তাঁদের পরস্পরের সন্তানদের একই ধরনের নাম রাখতেন।
উভয় পক্ষের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক যে ফেনার বর্ণনা আমরা নিচে আলোচনা করবো তার পূর্বের ও পরের।
এই চিত্রটি আরও নবী পরিবার, সাহাবী ও তাবিঈগণের পরস্পরের মধ্যকার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে। অতএব, আমরা ইতিহাস বিকৃতিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবো।

- আব্দুল মুত্তালিব
  - আব্দুল্লাহ
    - ১.ক মুহাম্মদ (সা.) — তিনি হিজরতের পূর্বে আয়িশা (রা.) কে বিবাহ করেন ও হিজরতের পরে ঘরে তোলেন।
  - আবু তালিব
    - জাফর
      - আব্দুল্লাহ
        - ইসহাক * — তিনি কারবালার পর উম্মে হাকিমের সাথে বিবাহ করেন।
    - ৩. ক আলী ইব্‌ন আবু তালিব
      - শহীদ হুসাইন
        - আলী যয়নুল আবিদীন
          - ৪.ক মুহাম্মদ আল বাকের * — তিনি হিজরী ৮০ সালের পূর্বে উম্মে ফারওয়াকে বিবাহ করেন।
            - আব্দুল্লাহ
              - ইসহাক * — তিনি হিজরী ২য় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কুলসূমকে বিবাহ করেন।
      - ২.ক হাসান * — তিনি হিজরী ৪৯ সালের পূর্বে হাফসাকে বিবাহ করেন।
        - হাসান আল মাসনা
          - আব্দুল্লাহ আল মাহাদ
            - ৫. ক মূসা আল জাওন * — তিনি হিজরী ১৫৪ সালের পূর্বে উম্মে সালমাকে বিবাহ করেন।
- আবু বকর সিদ্দীক
  - আব্দুর রহমান
    - আব্দুল্লাহ
      - তালহা
        - মুহাম্মদ
          - উম্মে সালমা ৫. খ
    - হাফসা
  - মুহাম্মদ
    - কাসেম আল ফকীহ
      - ৩. খ উম্মে হাকিম
      - উম্মে ফারওয়া ৪.খ
        - আব্দুর রহমান
          - ইসমাঈল
            - কুলসূম ৬.খ ৬.ক
  - ১.খ উম্মুল মুমিনীন আয়িশা

সম্মানিত পাঠকের দৃষ্টি আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় যে, উপরের চিত্রে বর্ণিত বৈবাহিক সম্পর্কের সব পুরুষই নবী পরিবারের এবং সব মেয়েই সিদ্দীক পরিবারের।

চিত্রে বর্ণিত সংখ্যাসূচক সংকেত অবগত হওয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, ক দ্বারা স্বামী ও খ দ্বারা স্ত্রী বুঝানো হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহঃ

১। রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকাল হিজরী ১১ সন।
২। আবু বকর (রা.)-এর মনোনয়ন হিজরী ১১ সন।
৩। উহুদের যুদ্ধ হিজরী ৩১ সনের জামাদিউস সানী মাসে।
৪। সিফফীন যুদ্ধ হিজরী ৩৭ সনের সফর মাসে।
৫। আলী (রা.)-এর শাহাদাত হিজরী ৪০সনের রমজান মাসে।
৬। হাসান ইব্‌ন আলীর (রা.)-এর ইন্তেকাল হিজরী ৪৯ সনে।
৭। হুসাইন আলী (রা.)-এর শাহাদাত হিজরী ৬১ সনের মহরম মাসে।

মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব, আব্দুল্লাহ আল-সালেম, ব্লক-১, আহমদ আল-হিন্দী সড়ক, বাড়ী-২১, ফোন: ২৫৬০২০৩
ফ্যাক্স: ২৫৬০৩৪৬, হট লাইন- ৯১৮৪৩৩৩, পোস্ট বক্স- ১২৪২১, শামিয়্যাহ, পোস্ট কোড- ৭১৬৫৫, কুয়েত
www.almabarrah.net, e-mail: almabarrh@gmail.com

পঞ্চম সারণি

নবী পরিবার ও সিদ্দীক পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক

উল্লিখিত চিত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার ও আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারের মধ্যকার ছয়টি বৈবাহিক সম্পর্ক দৃশ্যমান হয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বিবাহ হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আয়িশা সিদ্দীকা রাদি আল্লাহু আনহার বিবাহ। হিজরাতের এক বছর পূর্বে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং ২য় হিজরীতে তাঁদের সহবাস হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর স্ত্রী হিসেবে বর্তমান ছিলেন। এর মাধ্যমেই কি তাঁদের দুই পরিবারের সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছিল? কখনই নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতী হাসান রাদি আল্লাহু আনহু (কোন কোন বর্ণনায় হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু) আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর পৌত্রী হাফসা বিন্ত আব্দুর রহমানকে বিবাহ করেন। (বালাজুরী: আনসাবুল আশরাফ, ১/৩৮১; ইব্ন হাবীব: আল-মাহবার, ৪৪৮)

অতঃপর হাসান রাদি আল্লাহু আনহুর পৌত্রদের মধ্য থেকে মূসা আল-জাওন ইব্ন আবদুল্লাহ আল-মাহাদ ইব্ন হাসান (দ্বিতীয়); উম্মে সালমা বিন্ত মুহাম্মদ ইব্ন তালহা ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকরকে বিবাহ করেন। (আনসাবুল আশরাফ: ১/৪০৭; নসব কুরাইয়শ: ১/২০; আল-ফাখরী ফী আনসাবুত্ তালিবীন: ১/৩৬; উমদাতুত তালিব: ১১৩)

হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবার থেকে ইমাম বাকের রাদি আল্লাহু আনহু আনুমানিক ৮০ হিজরীতে উম্মে ফারওয়া বিন্ত কাসিম ইব্ন মুহাম্মদকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের ঘরে জাফর সাদিকের জন্ম হয়। (এটি সব তথ্যসূত্রের সম্মিলিত বর্ণনা)

এভাবেই ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন কুলসূম বিন্ত ইসমাঈল ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকরকে বিবাহ করেন। (নসব কুরাইশ: ১/২৪)

জাফর আত্তাইয়ার রাদি আল্লাহু আনহুর সন্তান-সন্ততির মধ্যে ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফর ইব্ন আবু তালিব বিবাহ করেন উম্মে হাকিম বিন্ত কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকরকে। যিনি উম্মে ফারওয়া (জাফর সাদিকের মা) এর বোন ছিলেন। এদিক থেকে উম্মে হাকিম জাফর সাদিকের খালা। (ফখরুদ্দীন রাযী: আশ্‌শাজারা আল-মুবারাকাহ)

এ চিত্র থেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়:

- এ বিবাহগুলোর বেশির ভাগই অনুষ্ঠিত হয়েছে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের পর। অতএব এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অথবা অন্যকোন দিক থেকে চাপ প্রয়োগের সম্ভাবনা ছিল না। বরং এটি ছিল দুই পবিত্র গৃহের মধ্যকার প্রেম-ভালবাসা ও সৌহার্দ্য।

- উপরিউক্ত বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে সব পুরুষই ছিলেন নবী পরিবারের এবং সব নারী ছিলেন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু পরিবারের। এটি সর্বজন বিদিত যে, বিবাহের প্রস্তাব পুরুষের পক্ষ থেকে নারীকে দেয়া হয়। অতএব, এক্ষেত্রেও নবী পরিবারের অনুরাগ ছিল প্রকাশ্যমান।

- উপরিউক্ত বিবাহগুলো বিভিন্ন ঘটনা (সাকীফা, সিফ্‌ফীন, উষ্টের যুদ্ধ, কারবালা....) সংগঠিত হওয়ার পরও চলমান ছিল। যা এ প্রমাণ বহন করে যে, মুসলিম উম্মাহ বিশেষ করে আহলে বাইত্ এসব মতভেদগুলো উত্তোরণ করেছিলেন। এরপরও কতিপয় প্রাচ্যবিদ (Orientalist) এ মতপার্থক্যকে বৃহদাকারে উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়া এ সংক্রান্ত অনেক স্পষ্ট ঐতিহাসিক ভুল তথ্য রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলের ছোট ছোট মতভেদকে ফুলিয়ে বড় করার জন্যই রচনা করা হয়েছে। এর পিছনে শুধুমাত্র ফিত্না সৃষ্টি ও মতনৈক্যের বীজ বপনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর অগ্রগতিতে কাঁটা বিধানোই উদ্দেশ্য।



ইমাম জাফর সাদিক (রা)-এর উক্তি

* আবু বকর সিদ্দীক আমাকে দুইবার জন্ম দিয়েছেন

- প্রথম জন্ম: ইমাম জাফর সাদিকের মাতা উম্মে ফারওয়া বিন্ত কাসেম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর (রা)-এর দিক থেকে।
- দ্বিতীয় জন্ম: ইমাম জাফর সাদিকের নানী আসমা বিন্ত আব্দুর রহ্মান ইব্ন আবু বকর (রা)-এর দিক থেকে।

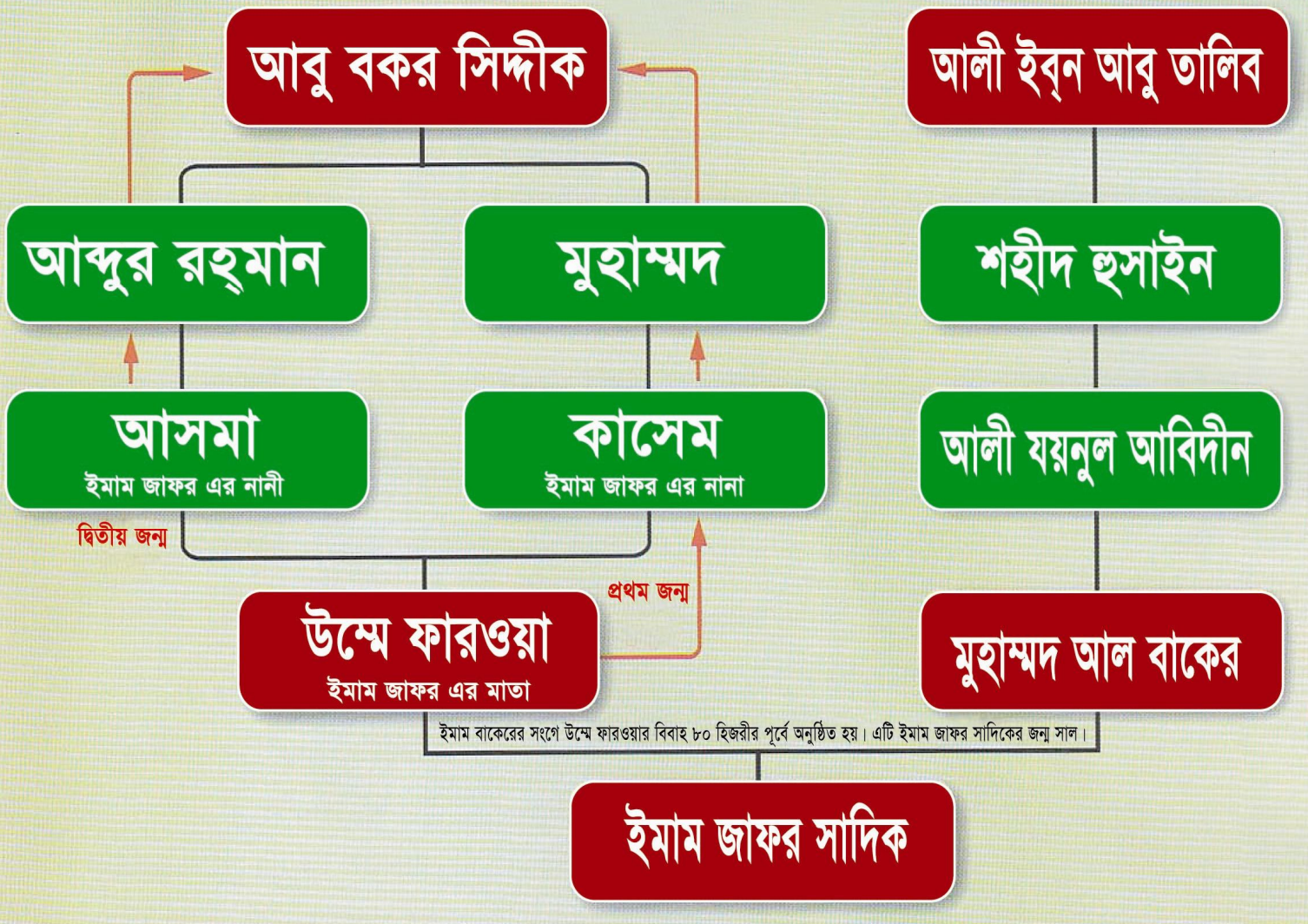

আল্লাহ বলেনঃ " মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর যারা তাঁর সাথে রয়েছে তারা কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর ও নিজেদের মধ্যে দয়ার্দ্র। (সূরা- আল ফাতহ:২৯)
আল্লাহ বলেনঃ " আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। শুধুমাত্র নিকটতমদের জন্য প্রীতি।" (সূরা- আশশুরা:২৩)
এই চিত্রটি এ সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, নবী পরিবার ও তাঁর সাহাবাগণ মূলত একই। তাঁরা তাঁদের পরস্পরের সন্তানদের একই ধরনের নাম রাখতেন। উভয় পক্ষের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক যে ফেৎনার বর্ণনা আমরা নিচে আলোচনা করবো তার পূর্বের ও পরের।
এই চিত্রটি আরও নবী পরিবার, সাহাবী ও তাবিঈগণের পরস্পরের মধ্যকার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে। অতএব, আমরা ইতিহাস বিকৃতিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবো।

ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহঃ
১। রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকাল হিজরী ১১ সন, ২। আবু বকর (রা.)-এর মনোনয়ন হিজরী ১১ সন, ৩। উষ্টের যুদ্ধ হিজরী ৩১ সনের জামাদিউস সানী মাসে, ৪। সিফফীন যুদ্ধ হিজরী ৩৭ সনের সফর মাসে ৫। আলী (রা.)-এর শাহাদাত হিজরী ৪০সনের রমজান মাসে, ৬। হাসান ইব্ন আলীর (রা.)-এর ইন্তেকাল হিজরী ৪৯ সনে, ৭। হুসাইন আলী (রা.)-এর শাহাদাত হিজরী ৬১ সনের মহরম মাসে।

ষষ্ঠ সারণি

আবু বকর সিদ্দীক আমাকে দুইবার জন্ম দিয়েছেন

চলুন আমরা আপনাকে এক আশ্চর্য বিষয় দেখাব!

জাফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুম যিনি আস্‌সাদিক উপাধীতে ভূষিত। তিনি তাঁর নানা আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুকে নিয়ে গর্ব করতেন। কেননা তাঁর মায়ের দিক থেকে তাঁর নসবনামা আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু পর্যন্ত পৌঁছেছে এভাবে, তাঁর মা উম্মে ফারওয়া বিন্ত মদীনাবাসীর ফকীহ কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর সিদ্দীক। (তাঁর দৃষ্টিতে এটি তাঁর প্রথম জন্ম)

তাঁর মায়ের মা (নানী) ছিলেন, আসমা বিন্ত আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু। (তাঁর দৃষ্টিতে এটি তাঁর দ্বিতীয় জন্ম)

পরহেজগার নয় এমন কাউকে নিয়ে গর্ব করা ইমাম জাফর সাদিকের জন্য কি শোভনীয়?

উম্মে ফারওয়াকে বিবাহ করার জন্য কী জিনিস ইমাম বাকেরকে তাড়া করেছিল?

সম্মানিত পাঠক কি আমার সাথে একমত হবেন না যে, এ বিবাহ সংগঠিত হয় আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের প্রায় সত্তর বৎসর পর!

অতএব কোন রাজনৈতিক কামনা-বাসনা বা অর্থনৈতিক অভিপ্রায় এখানে ছিল না, বরং এক্ষেত্রে নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি ও ভাল স্ত্রী নির্বাচন করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। যার ফলশ্রুতিতে ইমামের অর্থাৎ ইমাম জাফর সাদিকের জন্ম হয়!

জাফর আস্‌সাদিকের ফিক্‌হ ও অন্যান্য জ্ঞানে পারদর্শিতার প্রমাণ স্বরূপ 'সহীহ মুসলিম' ও 'সুনানে আরবাআ' এর মধ্যে তাঁর বর্ণিত হাদীস স্থান পেয়েছে।

কেন হবে না? তাঁর পিতা ছিলেন ইমাম বাকের, নানা ছিলেন মদীনার ফকীহ কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ। আর তাঁর জন্মভূমি ও মৃত্যুর স্থান ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসকেন্দ্র মদীনাতুন নবী। যা ইলম, আলিম-ওলামা ও জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

নবী পরিবার ও উমর পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক

مبرة الآل والأصحاب

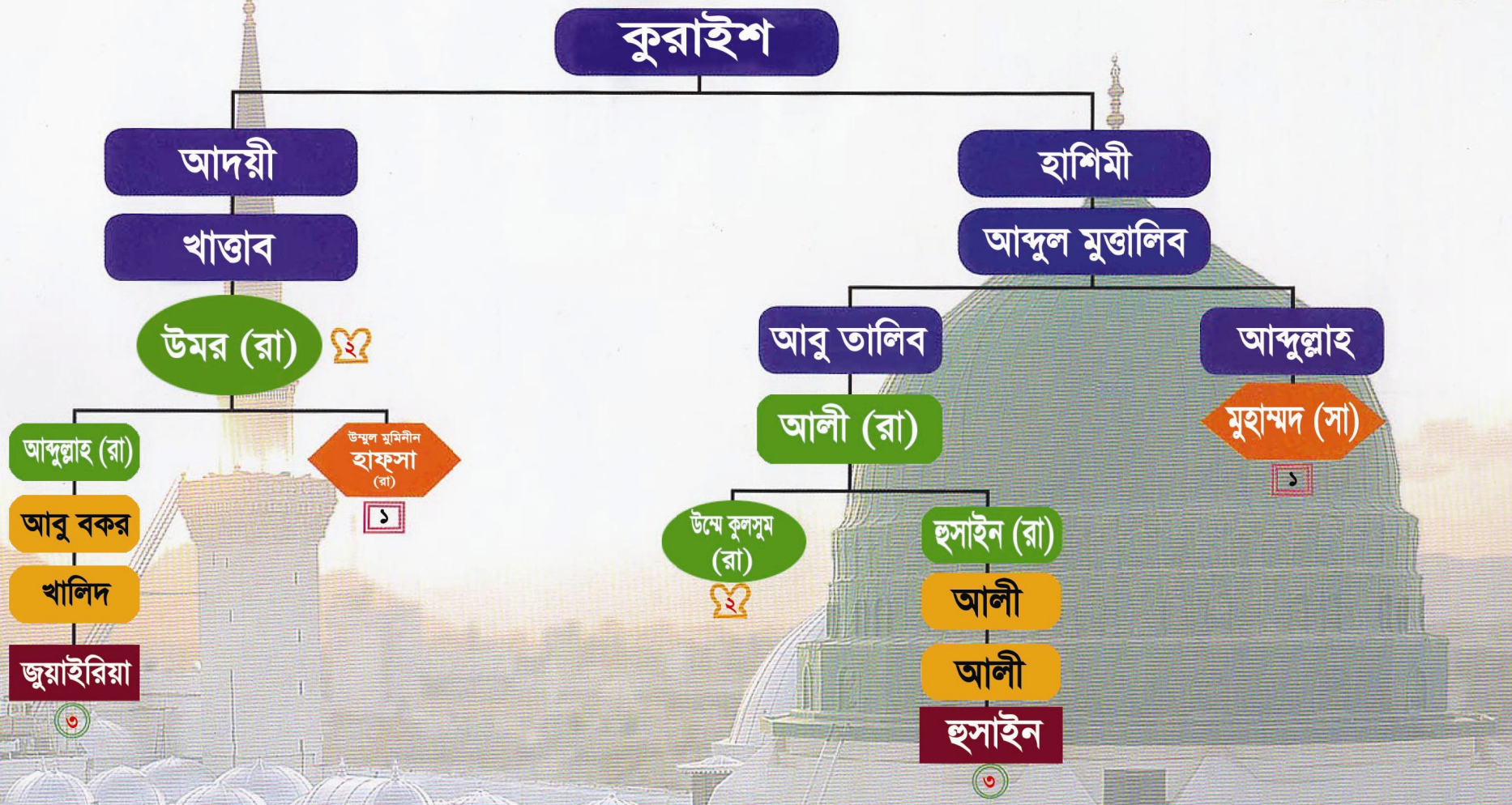

(রা) = সাহাবী

উভয় পাশের একই নাম্বার বৈবাহিক সম্পর্কের নির্দেশক।

বি:দ্রঃ এই চিত্র কতিপয় বৈবাহিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক অর্ন্তভূক্ত করেছে সবগুলো নয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র

- ইব্ন কুতাইবা, আল-মাআরিফ : ২৩২
- ইব্ন সায়াদ, তাবাকাত আল কুবরা : ৩/৩৩২
- আল-হুর আল-আমিলী, অসাঈল আশ্‌শীয়া : ২০/২৪০
- যুবাইরী, নসব কুরাইশ : ২৫
- উমদাতুত্ তালিব : ৩৪৪
- বালাজুরী, আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৭৪
- আল-হুল্লী, মুখতালিফুশশীয়া : ২/৩০৮
- আতভূসী, আল-মাবসূত: ৪/২৭০
- ইব্ন তাকতাকী, আল-আসিলী : ৫৮
- আল-মাজলিসী, বাহুরুল আনওয়ার : ৪৪/১৬৮, ৪৫/৩২৯

আল্লাহ বলেনঃ " মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর যারা তাঁর সাথে রয়েছে তারা কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর ও নিজেদের মধ্যে দয়াদ্র। (সূরা- আল ফাতহ:২৯)

এই চিত্রটি এ সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, প্রজন্ম পরম্পরায় নবী পরিবার, সাহাবী ও তাঁদের বংশধরদের পরস্পরের মধ্যকার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অতএব, আমরা ইতিহাস বিকৃতিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবো।

ضاحية عبد الله السالم - قطعة ١ - شارع أحمد الهندي - منزل ٢١ - هاتف : ٢٥٦٠٢٠٣ / ٢٥٥٢٣٤٠ - فاكس : ٢٥٦٠٣٤٦
www.almabarrah.net / Email: almabarrh@gmail.com - ص.ب: ١٢٤٢١ الشامية الرمز البريدي 71655 الكويت

সপ্তম সারণি

নবী (সা) পরিবার ও উমর (রা) পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক

কূলজিবিজ্ঞান ও রিজাল শাস্ত্রের পুস্তাকাদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার ও উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারের মধ্যকার ৩টি বৈবাহিক সম্পর্ক বর্ণনা করে। যার মধ্যে অধিকতর প্রসিদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণ বিবাহ হল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে উম্মুল মুমিনীন হাফসা রাদি আল্লাহু আনহার বিবাহ এবং তাঁর স্ত্রী হিসেবে স্থায়িত্ব। বদর যুদ্ধে হাফসা রাদি আল্লাহু আনহার (পূর্ব) স্বামী শহীদ হওয়ার পর ৩য় হিজরীতে এই পবিত্র বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতনী, আলী ও ফাতিমাতুয যাহরা রাদি আল্লাহু আনহুমার কন্যা উম্মে কুলসূমকে বিবাহ। উম্মে কুলসূম রাদি আল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন এবং উমর রাদি আল্লাহু আনহু ২০ হিজরীর পূর্বে তাঁকে বিবাহ করেন। (আমি দুই খলীফার সন্তান সারণি দ্রষ্টব্য)

তাঁর পিতা আলী ইব্ন আবু তালিব শহীদ হওয়ার পর তিনি বলেন, আমার এবং প্রভাতের নামাযের কী হল? এ দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন তাঁর স্বামী উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু অগ্নি উপাসক আবু লু'লুর হাতে প্রভাতের (ফজরের) নামাযের সময় নিহত হন। তাঁর পিতাও ফজরের নামাযের সময় পাপিষ্ট আব্দুর রহমান ইব্ন মুলজেম কর্তৃক নিহত হন। আর আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাঁর ছেলে যায়িদ ইব্ন উমর ফজরের নামাযের সময় ইন্তিকাল করবেন। তাঁর ও তাঁর পুত্রের জীবনাবসান একই সময়ে ঘটে এমনকি তাঁরা জানতেও পারেননি তাঁদের কে কার উত্তরাধিকারী হবেন। (রিয়াদুল মাসাঈল: তাবে তাবাঈ ১২/৬৬৪; মসনদে আশ-শাইয়াহ: নারাকীহ: ১৯/৪৫২; তারিখ দামেশ্ক, আলী ইব্ন আবু তালিবের জীবনী অনুচ্ছেদ)

উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর তাঁকে আউফ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুমা বিবাহ করেন। অতঃপর আউফ ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর ভাই মুহাম্মদ তাঁকে বিবাহ করেন। অতঃপর তিনিও ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর অপর ভাই আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফর তাঁকে বিবাহ করেন। আর তাঁর কাছে থাকা অবস্থাতেই তাঁর ইন্তিকাল হয়। ইন্তিকালের পূর্বে উম্মে কুলসূম রাদি আল্লাহু আনহা বলতেন, "আমি উমাইস কন্যার নাম শুনলেও লজ্জাবোধ করি; তাঁর দুই পুত্র আমার কাছে ইন্তিকাল করেছেন এবং তৃতীয় পুত্রের ব্যাপারে আশংকা করছি।" তাঁদের তিন ভাইয়ের কারও থেকে তাঁর গর্ভে কোন সন্তান আসেনি। (ইব্ন হাজর: আল-ইসাবা, উম্মে কুলসূম রাদি আল্লাহু আনহার জীবনী অনুচ্ছেদ)

তৃতীয় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় পঞ্চম প্রজন্মে। অর্থাৎ নাতীদের নাতীদের মধ্যে হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব ও উমর রাদি আল্লাহু আনহুর নাতীর নাতনী জুয়াইরিয়্যাহ বিন্ত খালিদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যে। এ বিবাহটি তাঁদের পূর্বপুরুষদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব, প্রীতি ও হৃদ্যতার ধারাবাহিকতার প্রমাণ স্বরূপ।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

مبرة الآل والأصحاب

যায়িদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রহ) বলেনঃ

আমি দুই খলিফার সন্তান

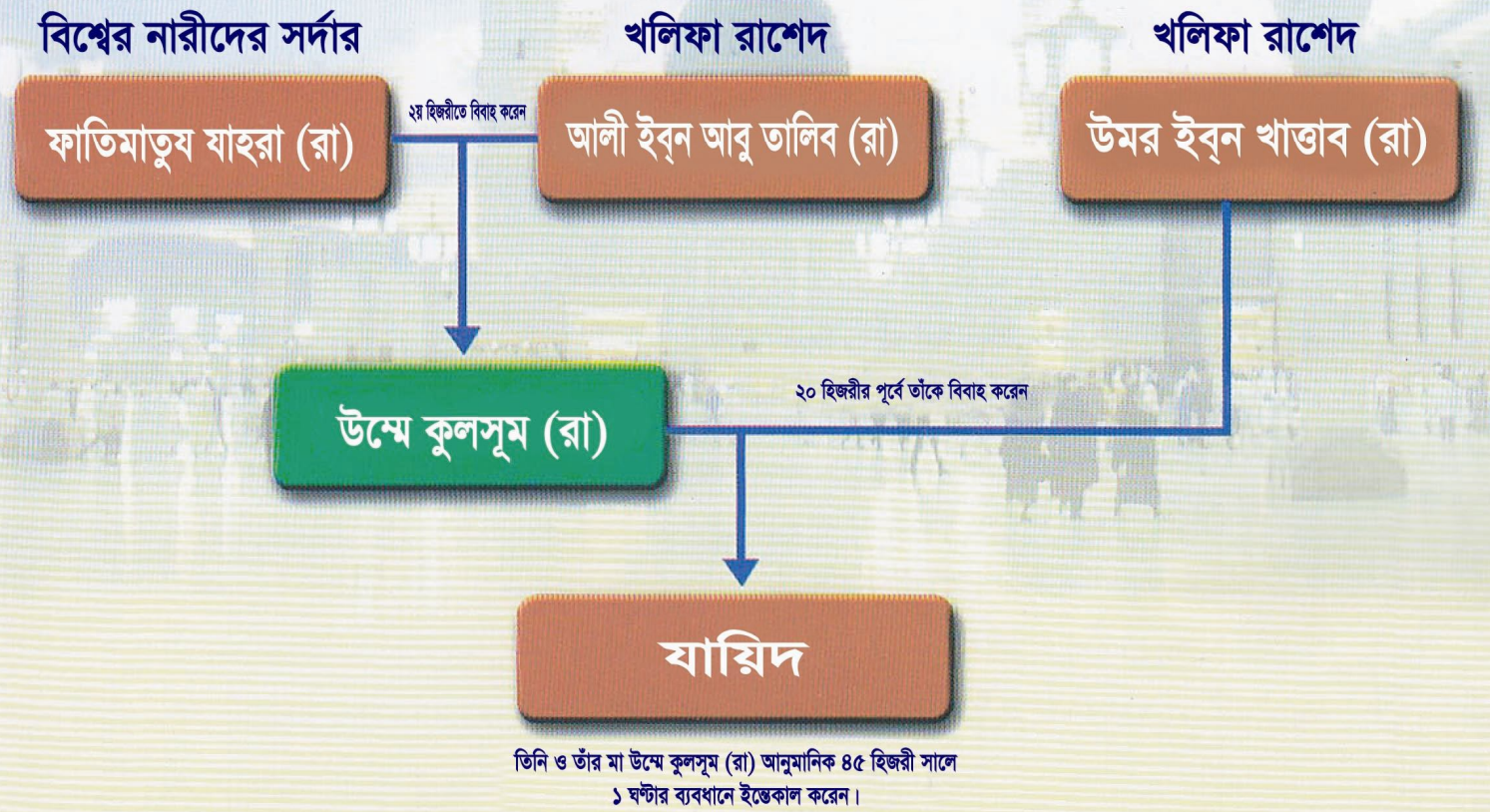

তিনি ও তাঁর মা উম্মে কুলসূম (রা) আনুমানিক ৪৫ হিজরী সালে ১ ঘণ্টার ব্যবধানে ইন্তেকাল করেন।

আল্লাহ বলেনঃ " মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর যারা তাঁর সাথে রয়েছে তারা কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর ও নিজেদের মধ্যে দয়ার্দ্র। (সূরা- আল ফাতহ:২৯)
এই চিত্রটি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ও আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-এর মধ্যকার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে।
অতএব, আমরা ইতিহাস বিকৃতিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবো।

উল্লেখযোগ্য যেসব তথ্যগ্রন্থে এই বৈবাহিক সম্পর্ক বর্ণিত করেছে

- আল-আসীলী, ইব্‌ন তকতকী, পৃ ৫৮।
- বাহারুল আনওয়ার, আল-মাজলিসী, ৭৮/৩৮২।
- আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ইব্‌ন কাসীর।
- তারিখুল ইসলাম, আয্‌যাহাবী, ৪৫ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ।
- তারিখে দামেশক, ইব্‌ন আসাকের, যায়েদ ইব্‌ন উমরের জীবনী অধ্যায়।
- আয যারিআহ, আগা বাযরাক তেহরানী, ৫/১৮৪।
- আইয়ানুশ শীয়া, মুহসিনুল আমীন, ৩/৪৮৬।
- রিয়াদুল মাসাঈল, তবতবায়ী, ১২/৬৬৪।
- ওসাইলুশ শীয়া, হার আল-আমিলী, ২৬/৩১৪।
- মুখতালিফুশ শীয়া, আল-হুল্লী, ২/৩০৮।

অষ্টম সারণি

আমি দুই খলীফার সন্তান

যায়িদ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব তাঁর দুই পূর্বসূরী উমর ও আলী রাদি আল্লাহু আনহুমাকে নিয়ে গর্ব করে বলতেন, "আমি দুই খলীফার সন্তান"। কেননা তাঁর মা উম্মে কুলসূম ছিলেন, আলী ও ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহুমার মেয়ে।

ইমাম হাকেম তাঁর সনদে জাফর ইব্ন মুহাম্মদ (আস্‌সাদিক) থেকে তিনি তাঁর পিতা বাকের থেকে বর্ণনা করেন: উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু আলী রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে উম্মে কুলসূমের জন্য প্রস্তাব দিয়ে বলেন, তাঁকে আমার সাথে বিবাহ দিন। জবাবে আলী রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাকে আমার ভাতিজা জাফরের ছেলের জন্য নির্দিষ্ট করেছি। তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তাঁকে আমার সাথে বিবাহ দিন। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর জন্য যা নির্দিষ্ট করেছি অন্য কেউ তা নির্দিষ্ট করতে পারে না। তখন আলী রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে তাঁর সাথে বিবাহ দিলেন। অতঃপর উমর রাদি আল্লাহু আনহু মুহাজিরগণের নিকট এসে বললেন, তোমরা কি আমাকে অভিনন্দন জানাবে না? তাঁরা বললেন, কার সঙ্গে বিবাহের কারণে হে আমীরুল মুমিনীন! তিনি বললেন, আলী ও রাসূল তনয়া ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহুমার মেয়ে উম্মে কুলসূমের কারণে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামাতের দিন সব ধরণের সম্পর্ক ও বংশ বিছিন্ন হয়ে যাবে শুধুমাত্র আমার সম্পর্ক ও বংশ ছাড়া। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে একটি সম্পর্ক ও বংশ প্রতিষ্ঠিত হোক।

তাদের ঘরে যায়িদ ও রুকাইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যায়িদের জীবন দীর্ঘায়িত হয়নি। যুবক অবস্থাতেই তিনি ইন্তিকাল করেন (তাঁর পিতৃব্য গোত্র বনু আদির দুটি পরিবারের মধ্যকার ঝগড়ার ফলশ্রুতিতে তিনি নিহত হন। তিনি তাদের মধ্যে মিমাংসার উদ্দেশ্যে বের হন। পথিমধ্যে একটি আঘাত ভুলক্রমে তাঁর মাথায় এসে বিধে, যার উৎস জানা যায়নি। এরপর আর বেশি দিন তিনি বাঁচেননি। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর মা উম্মে কুলসূমকে একই সময়ে তুলে নেন।)

তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর জানাযার ইমামতি করেন এবং তাঁর দুই মামা হাসান ও হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুমা জানাযায় শরীক হন। এটি ছিল ৪৫ হিজরীতে। (ইব্ন আসাকের তাঁর তারিখে দামিস্কের মধ্যে যায়িদ ইব্ন উমরের জীবনী অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।)

উম্মে কুলসূমের গর্ভে জন্ম নেয়া রুকাইয়া বিন্‌ত উমর রাদি আল্লাহু আনহুমার সাথে বনী আদি গোত্রের ইব্রাহীম ইব্ন নাঈম ইব্ন নাহামের বিবাহ হয়। (ইব্ন হাজর: আল-ইসাবা, ইব্রাহীম ইব্ন নাঈমের জীবনী অনুচ্ছেদ)

مودة الآل والأصحاب

হুসাইন ইব্‌ন আলী রাদি আল্লাহু আনহুমা

(জন্ম চতুর্থ হিজরী, শাহাদাত ৬১ হিজরী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন: হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের সর্দার।

(হাদীসটি ইমাম আহমদ, তিরমিজী, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ বর্ণনা করেছেন।)

যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করে

যুদ্ধের পূর্বে:
কুফাবাসী যারা স্বদলবলে তাঁকে হত্যার জন্য বের হয়েছিল। [৬]

যুদ্ধের ময়দানে:
উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ (যে তাঁকে হত্যার নির্দেশ দেয়), উমর ইব্‌ন সায়াদ (সেনা প্রধান), যেসব সৈন্য তাঁকে হত্যা করে বিশেষত: যারা তাঁকে হত্যার কাজ তরান্বিত করে:
- সিনান ইব্‌ন আনাস
- শমর ইব্‌ন জুল জাওশন। [৭]

যারা তাঁকে অপদস্ত করে

১. যেসব কুফাবাসী তাঁকে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে আস্তে আস্তে কাছে নিয়ে যায়। [৮]
২. ইয়াযিদ ইব্‌ন মুআবিয়া, যে তাঁর হত্যাকারীদের ব্যাপারে তাঁকে কোন সাহায্য করেনি এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়নি বরং উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদকে শুধুমাত্র ভৎসনা করে ও হুসাইন (রা) পারিবারকে বস্ত্রতান্ত্রিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। [৯]

যারা তাঁকে সাহায্য করেন

যুদ্ধের পূর্বে:
-সাহাবী ও আহলে বাইতের যারা তাঁকে যুদ্ধের জন্য বের না হওয়ার উপদেশ প্রদান করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন উমর, ইব্‌ন যুবাইর, মুহম্মদ ইব্‌ন আলী আল-হানফিয়্যাহ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন আবু তালিব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মতীঈ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াশ, ইয়াযিদ ইব্‌ন আসম, আবু ওয়াকিদ লাইছী (রা) প্রমুখ। [১০]

যুদ্ধের মধ্যে:
তাঁর ভাইদের মধ্যে- আবু বকর, আব্বাস, উসমান, জাফর ও আব্দুল্লাহ। তাঁর সন্তানগণ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এবং হারর ইব্‌ন ইয়াযিদ তামীমীর মত কতিপয় আনসার সাহাবী। [১১]

যুদ্ধের পরে:
ঐসব আলিম যারা তাঁর হত্যাকারীকে ফাসিক ও তাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য ঘোষণা করেছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছে-
- আবু বকর ইব্‌ন খালাল যিনি বলেন ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক যে হুসাইন ইব্‌ন আলীকে হত্যা করেছে। ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ অভিসম্পত দিক যে উমরকে হত্যা করেছে। আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে লানত করুক যে উসমানকে হত্যা করেছে। যে আলীকে হত্যা করেছে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। [১২]
- তকী উদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়া যিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি হুসাইনকে হত্যা করেছে অথবা তাঁর হত্যার সহযোগিতা করেছে অথবা তাঁর হত্যায় খুশী হয়েছে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও গোটা মানবজাতির লানত। [১৩]
- কুরতুবী যিনি হুসাইন (রা) ও তাঁর হত্যাকারীর প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আল্লাহ তাঁকে রহম করুক ও তাঁর হত্যাকারীকে রহম না করুক।' তিনি আরও বলেন, ' আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট আর তাঁর হত্যাকারীর উপর অসন্তুষ্ট হোন।' [১৪]



১. সিরু আলামুন নুবালা: ৫/৩১৪; নসব কুরাইশ: ৫/৫৭।
২. মুফিদ, আল-ইরশাদ: ২৪৮; তারিখে তাবারী: ৪/৩৫৯; নসব কুরাইশ: ২/৪০।
৩. তারিখে তাবারী: ৫/২৭০; ইবনুল আসীর, আল-কামিল ফিততারীখ, হিজরী ৩০ সনের ঘটনাপ্রবাহ; তারিখে ইব্‌ন খালদুন: ২/১৩৫।
৪. ইব্‌ন কাসির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৮/১৫১; তারিখে তাবারী: ৬/১৪৮।
৫. তারিখে ইব্‌ন খালদুন: ২/১২৮।
৬. আল-কুম্মী, মনতাহাল আমাল: ৫৬৮; আব্বাস আল কুম্মী: নফসুল মাহমুম: ৩৬৫।
৭. তারিখে তাবারী: ৪/৩৪৬; আল-আসফাহানী: মাকাতিলুত তালিবীন: ৮০।
৮. আল-মাজলিসী: বাহরুল আনওয়ার: ৪৪/৩৩৩; মুরতাজা মুতাহহেরী, আল-মালহামাহ আল-হুসাইনিয়া: ১/১২৯।
৯. ইব্‌ন তাইমিয়া: মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪/৫৫৭; আল-ইরশাদ: ২/১২২।
১০. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৮/১৭৪; তারিখে দামেস্ক: ১৪/২০১।
১১. তারিখে তাবারী: ৪/৩৪৩; আইয়ানুশশীয়া: ২/৩০২; মাকাতিলুত তালিবীন: ৭৫।
১২. ইমাম খালাল, আসসুন্নাহ: ৩/৫২২।
১৩. মাজমুআয়ে ফাতওয়া ইব্‌ন তাইমিয়া: ৪/৪৮৪।
১৪. কুরতুবী: আত তাজকিরা: ২/২১৫।

তাঁর সন্তানসন্ততি

আলী (যায়নুল আবিদীন), মুহাম্মদ, জাফর, আলী আকবর, সুকাইনা, ফাতিমা (উমর, আব্দুল্লাহ আল রাদি' ও আলী আসগরের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে)। [১]

তাঁর ভাইবোন

আলী ইব্‌ন আবু তালিবের অনেক পুত্র সন্তান ছিল, তার মধ্যে উলেখযোগ্য:
-হাসান (রা) : তিনি তাঁর সহদর ভাই ছিলেন ।
- মুহাম্মদ (ইব্‌নুল হানাফিয়্যাহ)
- আবু বকর, আব্বাস, উসমান, জাফর, আব্দুল্লাহ
তাঁরা সকলেই হুসাইন (রা)-এর সাথে শহীদ হন।
- উমর (তিনি আলী (রা)-এর সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেন)
তাঁর অনেকগুলো বোন ছিল, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ যয়নাব, উম্মে কুলসুম, খাদীজা, মাইমূনা, রামলা ও জামানাহ। [২]

তাঁর জামাতাগণ

সুকাইনা (রা)

তাঁর স্বামীগণ

১. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হাসান
ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)

২. মাসআব ইব্‌ন যুবাইর
ইব্‌নুল আওয়াম (রা)

৩. আসবাগ ইব্‌ন আব্দুল আযীয
ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম

৪. যায়িদ ইব্‌ন আমর
ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)

৫. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ
ইব্‌ন হাকিম ইব্‌ন হিযাম (রা)

৬. ইবরাহীম ইব্‌ন আব্দুর রহমান
ইব্‌ন আউফ (রা)

ফাহিমা (রা)

তাঁর স্বামীগণ

১. হাসান ইব্‌ন হাসান
ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)

২. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর
ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)

খতীব বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ: ৫/৩৬৮; সিরু আলামুন নুবালা: ১১/২৬৫; বালাজুরী, আশরাফুল আনসাব, হুসাইন (রা-এর সন্তানসন্ততি অধ্যায়; মহসীন আমীন: আইনুশশীয়া: ৩/৪৯২; ইমাম বুখারী: তারিখুল আওসাত: ১/৩৪৫; ইব্‌ন আসাকির; তারিখে দামেস্ক: ৯/১৭০; ইব্‌ন হাবীব, আল মাহবার: ৪৩৮; আল-আসফাহানী, মাকাতিলুত্ তালিবীন: ১২০।

(সুকাইনার স্বামীদের ধারাবাহিকতার বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদ রয়েছে। জ্ঞাতব্য যে, তাঁদের তিনজন বিবাহের অল্প কিছুদিন পর মারা যান।)

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

নবীগৃহে উসমান (রা.)

مبرة الآل والأصحاب

আবদ মান্নাফ
মহানবী (সা)-এর পরদাদা

আবদ শামস্

আব্দুল মুত্তালিব
ইব্ন হাশিম
মহানবী (সা.)-এর দাদা

কুরাইয

বায়দা
মহানবী (সা)-এর ফুফু
উসমান (রা)-এর নানী

আরওয়া
উসমান (রা)-এর মা

উসমান
ইব্ন আফ্ফান (রা)

আফ্ফান
উসমানের পিতা

আব্দুল্লাহ
মহানবী (সা)-এর পিতা

উসমান (রা)

মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

রুকাইয়া (রা) (১ম স্ত্রী)

উম্মে কুলসূম (রা) (২য় স্ত্রী)

এই চিত্রে পবিত্র নবীগৃহের সাথে উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর গভীর সম্পর্ক স্পষ্ট হয়েছে।

১। তিনি রাসূল (সা)-এর বংশ তালিকায় তাঁর পরদাদা আবদ মান্নাফ ইব্ন কুসাই ইব্ন কেলাব এর সাথে মিলিত হয়েছেন।

২। মহানবী (সা)-এর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসূম এর সাথে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে।

৩। উসমান আফ্ফানের মা আরওয়া বিন্ত কুরাইয এর মাতা ও রাসূল (সা)-এর ফুফু উম্মে হাকিম বায়দা ছিলেন রাসূলের পিতা আব্দুল্লাহর জমজ বোন।

পিতৃত্বের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক
পিতৃত্বের পরোক্ষ সম্পর্ক
বৈবাহিক সম্পর্ক
(রা.) অর্থ সাহাবী

তথ্যসূত্রঃ

ইতিহাস, জীবনী ও রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী, উদাহরণ স্বরূপঃ
-তারিখুল ইসলাম, ইমাম জাহবী, (৩৫ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ)
-বাহারুল আনওয়ার, আল-মাজলিসী, ২২/২০১।
-আল-ওয়াফী বিল ওয়াফিয়াত, সাফদী, ২০/২৮।
- তারিখুল ইয়াকুবী, ২/১৬২।

মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব, আব্দুল্লাহ আল-সালেম, ব্লক-১, আহমদ আল-হিন্দী সড়ক, বাড়ী-২১, ফোন: ২৫৬০২০৩, ফ্যাক্স: ২৫৬০৩৪৬, হট লাইন- ৯১৮৪৩৩৩, পোস্ট বক্স- ১২৪২১, শামিয়্যাহ, পোস্ট কোড- ৭১৬৫৫, কুয়েত, www.almabarrah.net, e-mail: almabarrh@gmail.com

দশম সারণি
নবী গৃহে উসমান রাদি আল্লাহু আনহু

তিনি ছিলেন আমীরুল মুমিনীন, খুলাফায়ে রাশিদুনের তৃতীয় ও জান্নাতের শুভসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন। তিনি প্রথম পর্যায়ে ঈমান গ্রহণকারী অগ্রবর্তীদের একজন। তিনি তাঁদেরও একজন যারা 'হাবশা ও মদীনা' দুইস্থানেই হিজরাত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তাঁরই কারণে গাছের নিচে 'বাইয়াতে রিদওয়ান' অনুষ্ঠিত হয়। সীমিত পরিসরে তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

সম্মানিত নবী পরিবারের সাথে উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যবর্তীতা নিচের চারটি সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয়:

১- তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতৃব্য পুত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তৃতীয় পূর্বপুরুষ (পরদাদা) আবদ মান্নাফ ইব্ন কুসাইয়ের সাথে যেয়ে তাঁদের নসবনামা একীভূত হয়েছে। তাঁর বংশনামা উসমান ইব্ন আফ্ফান ইব্ন আবুল আস ইব্ন উমাইয়্যা ইব্ন আব্দুশ শামস ইব্ন আবদ মান্নাফ।

২- আরওয়া বিন্ত কুরাইয ছিলেন উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর মা এবং তাঁর মা (উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর নানী) বাইদা বিন্ত আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা আব্দুল্লাহর বোন ও তাঁর জময।

৩- এছাড়াও যে সম্মানের কোন তুলনা হয় না, যে মর্যাদার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায় না তা হল, হাবশায় হিজরাতের পূর্বে রুকাইয়া রাদি আল্লাহু আনহার সাথে তাঁর বিবাহ, তাঁকে নিয়ে হাবশায় ও পরবতীর্তে মদীনায় হিজরাত এবং বদর যুদ্ধের অন্তবর্তী সময়ে রুকাইয়া রাদি আল্লাহু আনহা হাম রোগে আক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে তাঁর মদীনায় অবস্থান গ্রহণ।

৪- রুকাইয়া রাদি আল্লাহু আনহা ইন্তিকাল করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাঁর বোন উম্মে কুলসূম রাদি আল্লাহু আনহার সাথে বিবাহ প্রদান করেন এবং নবম হিজরীতে ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী হিসেবে ছিলেন।

উসমান রাদি আল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবারের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সাথে অন্যান্য সম্পর্কের বর্ণনা পরবর্তী পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

নবী পরিবার ও উসমান পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক

مبرة الآل والأصحاب

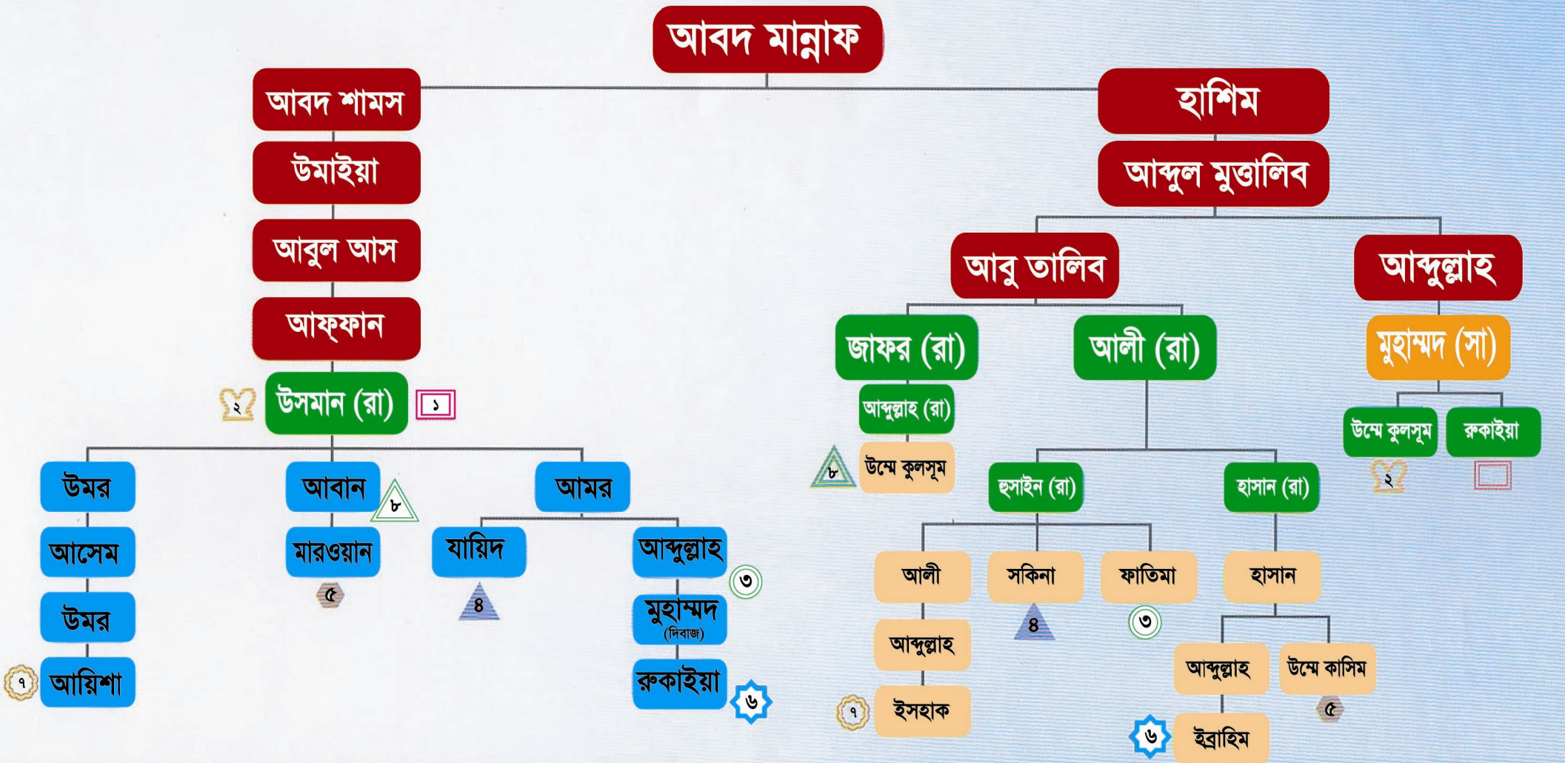

নবী পরিবার ও উসমান পরিবারের একই চিহ্ন ও নম্বরধারী ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নির্দেশ করে।

বি:দ্রঃ এই চিত্র কতিপয় বৈবাহিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক অর্ন্তভূক্ত করেছে সবগুলো নয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র :

- তারিখে দামেস্ক
-তবকাতে ইব্ন সায়াদ
-আনসাবে আরব
-নসব কুরাইশ
-আনসাবুল আশরাফ
-তারিখে ইয়াকুবী
-আল-মাহবার
-আল-আসীলী
-কাশফুল গুম্মাহ
-আল-ইরশাদ

আল্লাহ বলেনঃ "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর যারা তাঁর সাথে রয়েছে তারা কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর ও নিজেদের মধ্যে দয়ার্দ্র। (সূরা- আল ফাতহ: ২৯)
এই চিত্রটি এ সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, নবী পরিবার ও সাহাবাগণের গভীর সম্পর্ক ও তাঁদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক ফেৎনার পূর্বের ও পরের।
এই চিত্রটি আরও নবী পরিবার, সাহাবী ও তাঁদের বংশধরদের পরস্পরের মধ্যকার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে।
অতএব, আমরা ইতিহাস বিকৃতিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবো।

ফোন: ২৫৬০২০৩, ফ্যাক্স: ২৫৬০৩৪৬, হট লাইন- ৯১৮৪৩৩৩, পোস্ট বক্স- ১২৪২১, শামিয়্যাহ, পোস্ট কোড- ৭১৬৫৫, কুয়েত
www.almabarrah.net, e-mail: almabarrh@gmail.com

১১তম সারণি
নবী পরিবার ও উসমান পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক

এই চিত্র থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার ও উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারের মধ্যকার আটটি বৈবাহিক সম্পর্ক দৃশ্যমান হয়েছে। যার থেকে নিচের বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়:

১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তৃতীয় পূর্বপুরুষ (পরদাদা) আবদ মান্নাফের স্তরে এসে উসমান রাদি আল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবারের সম্মানিত নবী পরিবারের সাথে একীভবন।

২- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসূম রাদি আল্লাহু আনহুমার সাথে উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর বিবাহ।

৩- এই বৈবাহিক সম্পর্ক পঞ্চম প্রজন্ম পর্যন্ত চলমান ছিল। উসমান রাদি আল্লাহু আনহু ও তাঁর পুত্র আবান ও মারওয়ান, আমরের দুইপুত্র আব্দুল্লাহ ও যায়িদ অতঃপর উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর পৌত্রগণের পৌত্রীগণ!

৪- এর মধ্যে হাসান রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারে ২টি ও হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারে ৩টি বিবাহ ছিল।

এখানে স্মর্তব্য যে, বিবাহ-শাদী দুটি পরিবারের মধ্যে পারিবারিক হৃদ্যতা ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে। বিবাহের আধিক্য এ বন্ধনকে আরও বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি করে। এসব বৈবাহিক সম্পর্কের সংখ্যাধিক্য ও প্রজন্মের ভিন্নতা নবী পরিবার ও সাহাবীগণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার বাস্তবায়ন ছাড়া অন্য কী? বরং এ কারণেই বিষয়টি তাঁদের সন্তান-সন্ততি ও নাতী-নাতনী পর্যন্ত পৌঁছেছে।

ভালভাবে অনুধাবন করুন ... আপনি কি এমন কারও সাথে বিবহ করে বা আপনার কাউকে বিবাহ দিয়ে সন্তুষ্ট হবেন যার ইসলাম (ধর্ম পালন) অথবা চরিত্র সন্দহজনক অথবা যার উচ্চ অবস্থানের ব্যাপারে আপনি সন্দেহ পোষণ করেন?

যেহেতু আপনি নিজেই সন্তুষ্ট হবেন না আর নবী পরিবার ও সাহাবীগণ তো অধিকতর যোগ্য ও অধিকতর হকদার।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

নবী পরিবার ও তাঁদের পিতৃব্য সন্তানদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক



مبرة الآل والأصحاب

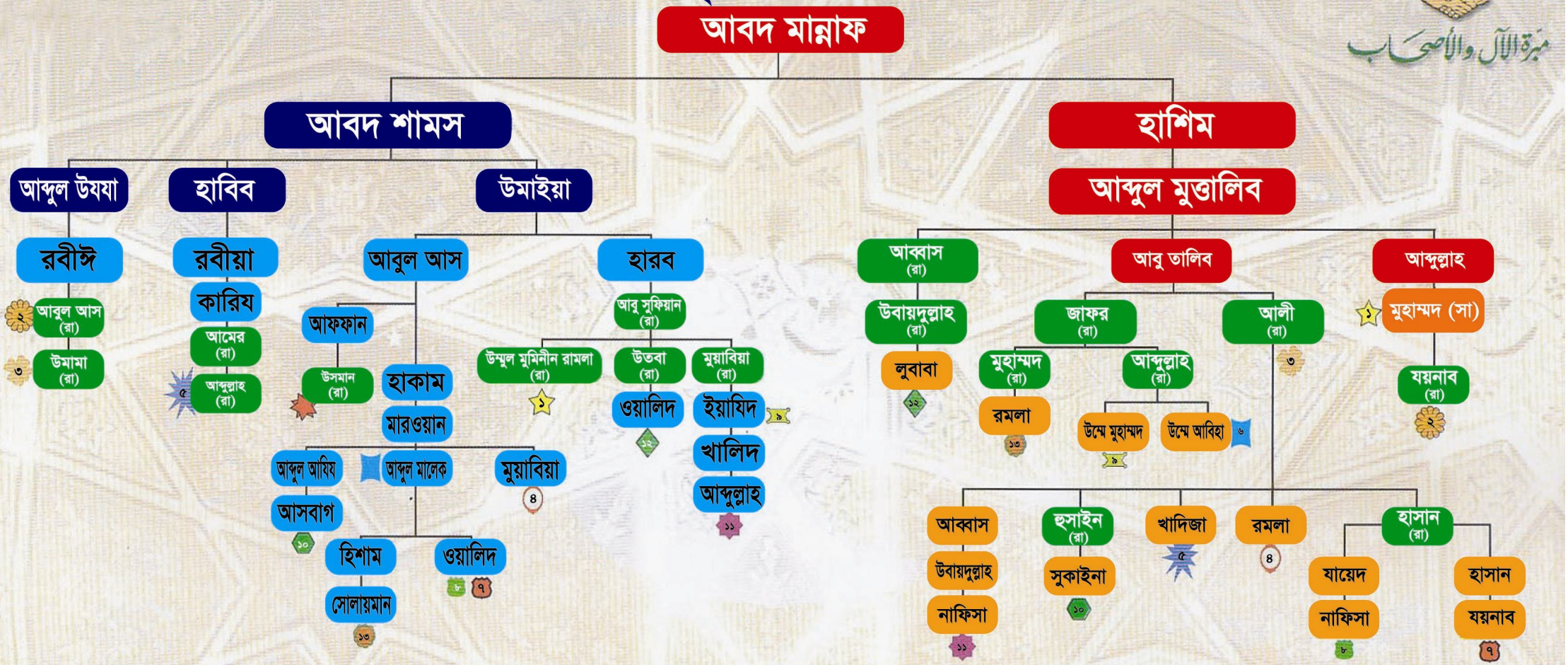

সংখ্যাধিক্য ও গুরুত্বের বিচারে আমরা উসমান (রা)-এর সাথে নবী পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্কের বর্ণনা পৃথকভাবে উপস্থাপন করেছি।

বি:দ্রঃ এই চিত্র কতিপয় বৈবাহিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক অর্ন্তভূক্ত করেছে সবগুলো নয়।

উভয় পাশের একই নাম্বার বৈবাহিক সম্পর্কের নির্দেশক। (রা) = সাহাবী

আল্লাহ বলেনঃ " মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর যারা তাঁর সাথে রয়েছে তারা কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর ও নিজেদের মধ্যে দয়ার্দ্র। (সূরা- আল ফাতহ:২৯)

এই চিত্রটি এ সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, নবী পরিবার ও সাহাবাগণের গভীর সম্পর্ক ও তাঁদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক ফেৎনার পূর্বের ও পরের।

এই চিত্রটি আরও নবী পরিবার, সাহাবী ও তাঁদের বংশধরদের পরস্পরের মধ্যকার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে।

অতএব, আমরা ইতিহাস বিকৃতিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবো।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র

- ইব্ন কুতাইবা, আল-মাআরিফ : ২৩২
- ইব্ন সায়াদ, তাবাকাত আল কুবরা : ৩/৩৩২
- আল-হুর আল-আমিলী, অসাঈল আশ্‌শীয়া : ২০/২৪০
- যুবাইরী, নসব কুরাইশ : ২৫
- উমদাতুত্ তালিব : ৩৪৪
- বালাজুরী, আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৭৪
- আল-হুল্লী, মুখতালিফুশশীয়া : ২/৩০৮
- আতত্বসী, আল-মাবসূত: ৪/২৭০
- ইব্ন তাকতাকী, আল-আসিলী : ৫৮
- আল-মাজলিসী, বাহুরুল আনওয়ার : ৪৪/১৬৮, ৪৫/৩২৯

ফোন: ২৫৬০২০৩/২৫৫২৩৪০, ফ্যাক্স: ২৫৬০৩৪৬, হট লাইন- ৯১৮৪৩৩৩, পোস্ট বক্স- ১২৪২১, শামিয়্যাহ, পোস্ট কোড- ৭১৬৫৫, কুয়েত
www.almabarrah.net, e-mail: almabarrh@gmail.com

১২তম সারণি
নবী পরিবার ও তাঁদের পিতৃব্য সন্তানদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক

এই সারণিটি তথ্যগত দিক থেকে কয়েকটি সারণির মত। তাছাড়া আমরা ইতিপূর্বে উসমান ইব্ন আফ্ফান রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবাবের বৈবাহিক সম্পর্কসমূহ সতন্ত্রভাবে বর্ণনা করেছি। প্রিয় পাঠক! এই সারণির মাধ্যমে কতিপয় বাস্তবতা আপনার সম্মুখে ভেসে উঠবে, যার মধ্যে রয়েছে:

১- বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যকার এই অসংখ্য বৈবাহিক সম্পর্ক প্রমাণ করে যে, নবী পরিবার তাঁদের সমাজ থেকে বের হননি।

২- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিন কন্যাই কুরাইশ পরিবারে বিবাহ হয়েছিল। (যদি আমরা উসমান রাদি আল্লাহু আনহুকে সেভাবে মূল্যায়ন করি)।

৩- এখানে উসমান ইব্ন আফ্ফান রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারের সাথে আটটি, মারওয়ান ইব্ন হাকাম পরিবারের সাথে ছয়টি, আবু সুফিয়ান রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারের সাথে চারটি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

৪- এর মধ্যে আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারের সাথে ১৩টি বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল।

৫- এসব বৈবাহিক সম্পর্ক মূলত: ফিতনার ঘটনাসমূহ (সিফ্ফীন, জামাল, কারবালা...) সংঘটিত হওয়ার পরের।

৬- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার ও আবু সুফিয়ান রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারের মধ্যে ৬টি বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। যার মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে উম্মে হাবীবা বিন্ত আবু সুফিয়ান রাদি আল্লাহু আনহুমার বিবাহ। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের মধ্যে বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন সবচেয়ে নিকটতম)।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
বৈবাহিক আত্মীয় ও প্রিয়জন

নবী গৃহে যুবাইর (রা)

مبرة الآل والأصحاب

কুসাই
নবী (সা)-এর চতুর্থ পুরুষ

খুয়াইলিদ

আব্দুল মুত্তালিব

আওয়াম
যুবাইর (রা)-এর পিতা

সাফিয়্যাহ (রা)
যুবাইর (রা)-এর মাতা

আব্দুল্লাহ
যুবাইর (রা)-এর মামা

যুবাইর (রা)

রাসূল (সা)-এর সাথী
ও তাঁর ফুফাতো ভাই

খাদীজা (রা)
যুবাইর (রা)-এর ফুফু

মুহাম্মদ (সা)
যুবাইর (রা)-এর মামাতো ভাই

ফাতিমা(রা)
যুবাইর (রা)-এর ফুফাতো বোন

তথ্যসূত্র: সংশ্লিষ্ট সকল জীবনী, জীবনচরিত ও ইতিহাস গ্রন্থ উদাহরণ স্বরূপ:

- সীরু আলামুন নুবালা, আয্যাহাবী, ১/৪৩।
- আল-ইসাবাহ, ইব্ন হাজর, (যুবাইর (রা)-এর জীবনী অধ্যায়)।
- আল-কাওয়ায়েদ ওয়াল ফাওয়ায়েদ, আল-আমিলী, ২/৩২৭।
- মুসতাদরিকাত, আলী নামাযী, (৭১৭৫) খণ্ড ৩/৪১৯।

(পিতা-পুত্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক)

(পিতা-পুত্রের পরোক্ষ সম্পর্ক)

(রা) = সাহাবী

এই চিত্রটি স্পষ্টভাবে রাসূল (সা)-এর সাথী যুবাইর ইব্ন আওয়ামের সাথে গভীর সম্পর্কের ঘোষণা দিচ্ছে-

১। তিনি রাসূল (সা)-এর পিতৃব্য পুত্র। কুসাই ইব্ন কিলাব এর সাথে তাঁদের বংশ তালিকা মিলিত হয়েছে।

২। তিনি রাসূল (সা)-এর ফুফু সাফিয়্যাহ বিন্ত আব্দুল মুত্তালিব (রা)-এর ছেলে।

৩। রাসূল (সা)-এর স্ত্রী ও উম্মুল মুমিনীন খাদীজা বিন্ত খুয়াইলিদ (রা)-এর ভাতিজা।

৪। ফাতিমাতুয্ যাহ্‌রা (রা)-এর মামাত ভাই।

১৩তম সারণি

নবী গৃহে যুবাইর রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু

যুবাইর ইব্নুল আওয়াম ইব্ন খুয়াইলিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আব্দুল উয্যা ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ছিলেন কুরাইশ বংশের হাশিমী শাখাভূক্ত। তাঁর উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী, তাঁর ফুফু সাফিয়্যাহ বিন্ত আব্দুল মুত্তালিব রাদি আল্লাহু আনহার পুত্র, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন এবং ৬ সদস্য বিশিষ্ট পরামর্শ সভার (মাজলিসে শুরা) সদস্য ছিলেন। তাঁর মা নিজ ভাই যুবাইর ইব্ন আব্দুল মুত্তালিবের উপনাম আবু তাহের দ্বারা তাঁর উপনাম রাখেন। আর তিনি নিজ পুত্র আব্দুল্লাহর নাম অনুসারে নিজের উপনাম রাখেন আবু আব্দুল্লাহ এবং এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ হন।

তিনি ১২ বৎসর মতান্তরে ৮ বৎসর বয়সে ইসলামগ্রহণ করেন। যুবাইর ইব্নুল আওয়াম বিভিন্ন শিকড়ের মাধ্যমে নবী পরিবারের সাথে মিলিত হয়েছেন:

১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চতুর্থ পূর্বপুরুষ কুসাই ইব্ন কিলাবের সাথে যেয়ে তাঁদের নসবনামা মিলিত হয়েছে।

২- তাঁর মা সাফিয়্যাহ বিন্ত আব্দুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম রাদি আল্লাহু আনহা কুরাইশ বংশের হাশিমী শাখার ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু ও হামযা রাদি আল্লাহু আনহুর সহোদর বোন ছিলেন। তাঁর মা হালাহ বিন্ত ওয়াহাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খালা ছিলেন। তাঁকে প্রথমে হারিস ইব্ন হার্ব ইব্ন উমাইয়া বিবাহ করেন। অতঃপর আওয়াম ইব্ন খুয়াইলিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আব্দুল উয্যা তাঁকে বিবাহ করেন। তাঁদের ঘরে যুবাইর ও সাইবের জন্ম হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ও ছেলে যুবাইরের সাথে হিজরাত করেন। তিনি উমর রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফত পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

৩- তাঁর ফুফু খাদিজা বিন্ত খুয়াইলিদ ছিলেন উম্মুল মুমিনীন ও বিশ্ব নারীদের সর্দার। তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনেন।

৪- এদিক দিয়ে ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ ছিলেন তাঁর ফুফাতো বোন।

অতএব আমরা বলতে পারি সারণিটি প্রতিধ্বনি তুলছে যে, যুবাইর নবী পরিবারেরই একজন।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা



مودة الآل والأصحاب

আলী ইব্‌ন আবু তালিব পরিবার ও যুবাইর ইব্‌ন আল-আওয়াম পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক

১০০ বছরে
আলী ও যুবাইর পরিবারে
১৪ টি বৈবাহিক সম্পর্ক

কুসাই ইব্‌ন কিলাব

আব্দুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম

খুয়াইলিদ ইব্‌ন আসাদ

আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)

যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা)

			ফাতিমা	○	মুনজির	উবাইদা		
হাসান (রা)	হাসান		মালিকা	○	জাফর	মাস্‌আব		
হাসান (রা)			রুকাইয়া	○	আমর	মুনজির		
হাসান (রা)	হাসান	আব্দুল্লাহ	মুহাম্মদ	○	ফাখিতা	ফালীহ	মুহাম্মদ	মুনজির
হাসান (রা)			হুসাইন	○	আমিনা	হামযা	মুনজির	
হাসান (রা)			নাফিসা (হাসানের মা)	○			আব্দুল্লাহ (রা)	
হুসাইন (রা)			সুকাইনা	○			মাস্‌আব	
হুসাইন (রা)	আলী		হুসাইন	○	খালিদা	হামযা	মাস্‌আব	
হুসাইন (রা)	আলী	উমর	মুসা	○	আবিদা	যুবাইর	হিশাম	আরওয়া
হুসাইন (রা)	আলী	উমর	জাফর	○	ফাতিমা	উসমান	আরওয়া	
হুসাইন (রা)	আলী	হুসাইন	ইবরাহীম	○	বারিকা	আব্দুল্লাহ	মুহাম্মদ	মুনজির
হাসান (রা)	হাসান	আব্দুল্লাহ	মুহাম্মদ	○	আমিনা	মাস্‌আব	মাস্‌আব	
মুহাম্মদ	আলী	আওন	মুহাম্মদ	○	সাফিয়্যাহ	মুহাম্মদ	মাস্‌আব	
হুসাইন (রা)	আলী	হুসাইন	আব্দুল্লাহ	○	উম্মে আমর	আমর	যুবাইর	আমর

বিবাহের সম্পর্ক ○ পিতা-পুত্রের সম্পর্ক → (রা) = সাহাবী

বিঃ দ্রঃ এই চিত্র কতিপয় বৈবাহিক ও বংশীয় সম্পর্ক অন্তর্ভূক্ত করেছে।

আল্লাহ বলেনঃ " মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর যারা তাঁর সাথে রয়েছে তারা কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর ও নিজেদের মধ্যে দয়ার্দ্র। (সূরা- আল ফাতহ:২৯)

এই চিত্রটি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) ও আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা.)-এর মধ্যকার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে।

অতএব, আমরা ইতিহাস বিকৃতিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবো।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র

- ইব্‌ন কুতাইবা, আল-মাআরিফ : ২২৪
- ইব্‌ন সায়াদ, তাবাকাত আল কুবরা : ৫/৩২৭
- আল-হুর আল-আমিলী, অসাঈল আশ্‌শীয়া : ২০/২৪০
- যুবাইরী, নসব কুরাইশ : ১৯, ২৬
- উমদাতুত্ তালিব : ৩৪৪
- বালাজুরী, আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৭৪
- আল-হুল্লী, মুখতালিফুশশীয়া : ২/৩০৮
- আতত্বসী, আল-মাবসূত: ৪/২৭০

আব্দুল্লাহ আল-সালেম, ব্লক-১, আহমদ আল-হিন্দী সড়ক, বাড়ী-২১, ফোন: ২৫৬০২০৩, ফ্যাক্স: ২৫৬০৩৪৬
পোস্ট বক্স- ১২৪২১, শামিয়্যাহ, পোস্ট কোড- ৭১৬৫৫, কুয়েত, www.almabarrah.net, e-mail: almabarrh@gmail.com

১৪তম সারণি

আলী পরিবার ও যুবাইর পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক

এ সারণি সাধারণভাবে নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যকার ও বিশেষভাবে আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবার ও যুবাইর রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারের মধ্যকার নিরবিচ্ছিন্ন হৃদ্যতার পথ চলার পরিপূর্ণতার বর্ণনা উপস্থাপন করছে। যা থেকে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যাবেক্ষণ করি:

১- এ বৈবাহিক সম্পর্কগুলো ৩৬ হিজরীতে অনুষ্ঠিত উষ্ট্রের যুদ্ধের পরে স্থাপিত হয়। যা আমাদের জ্যোতিসম নির্দেশনা দেয় যে, উষ্ট্রের যুদ্ধ তাঁদের হৃদ্যতা নষ্ট করেনি। প্রাচ্যবিদরা তাঁদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার যে কল্পকাহিনী রচনা করে মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই।

২- শতাব্দী পরিক্রমায় তাঁদের পুত্র ও নাতীদের ষষ্ঠ প্রজন্মের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের সংখ্যা ১৪টিতে পৌঁছেছিল।

৩- হাসান রাদি আল্লাহু আনহু পরিবারের ভাগে ছিল ৬টি বিবাহ। দুই পৌত্র, দুই মেয়ে (রুকাইয়া ও নাফীসাহ) এক পৌত্রী (মালিকা)। উল্লেখ্য যে, হাসান রাদি আল্লাহু আনহুর পৌত্র আব্দুল্লাহ যুবাইর রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারে দুইবার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

৪- হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারের ভাগে ছিল ছয়টি বিবাহ। ৫জন পুরুষ, যাদের সকলেই ছিলেন আলী ইব্ন হুসাইন (রহ)-এর পৌত্র। অন্যজন ছিলেন হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু তনয়া সুকাইনা।

৫- আলী রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারের সাথে মাসআব ইব্ন যুবাইর গৃহের পাঁচটি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

আলী ইব্‌ন আবু তালিব পরিবার ও তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক

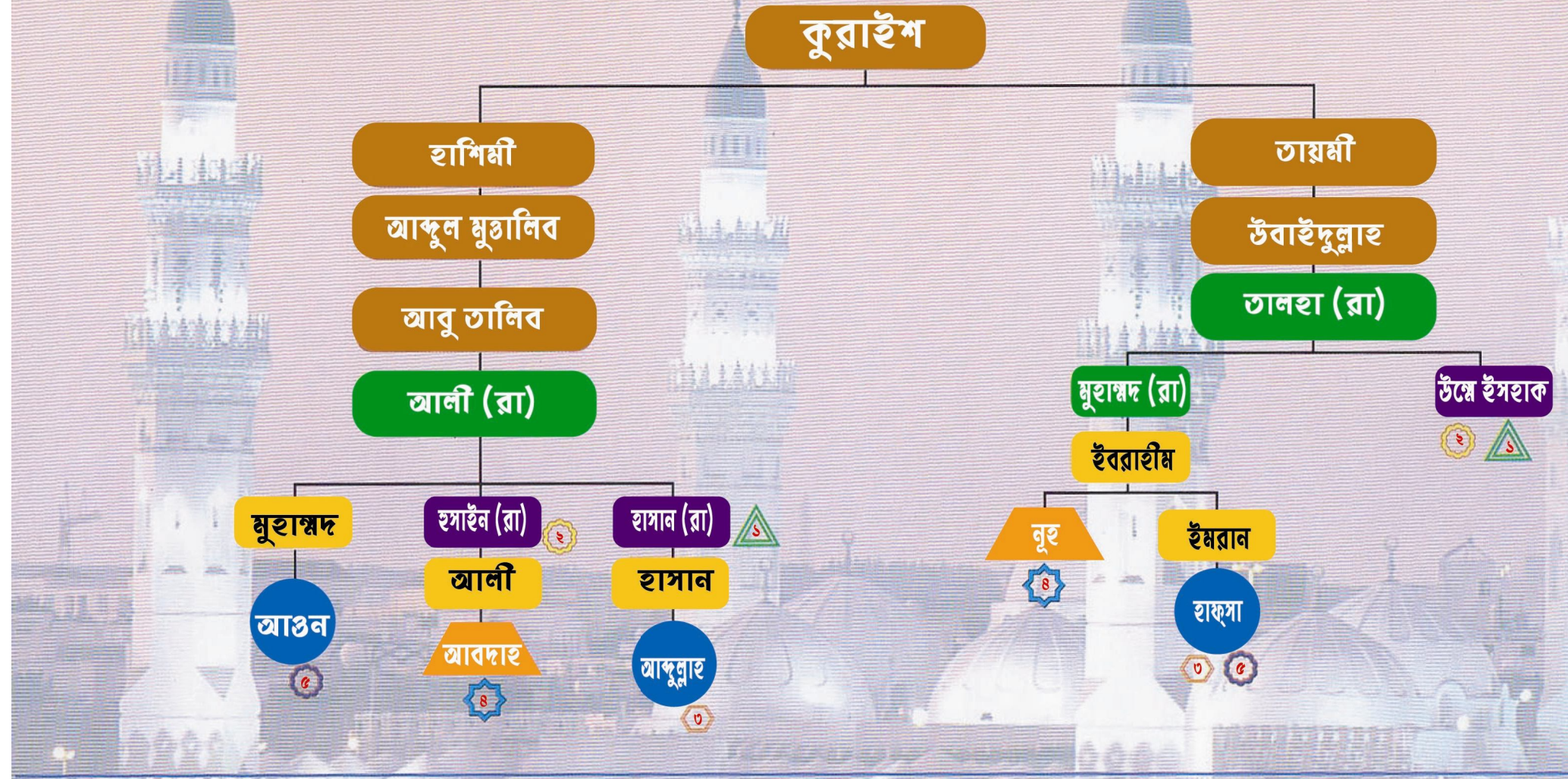

(রা) = সাহাবী

উভয় পাশের একই নাম্বার বৈবাহিক সম্পর্কের নির্দেশক।

বিঃ দ্রঃ এই চিত্র কতিপয় বৈবাহিক ও বংশীয় সম্পর্ক অন্তর্ভূক্ত করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্রঃ

- ইব্‌ন কুতাইবা, আল-মাআরিফ : ২২৪
- ইব্‌ন সায়াদ, তাবাকাত আল কুবরা : ৫/৩২৭
- আল-হুর আল-আমিলী, অসাঈল আশ্‌শীয়া : ২০/২৪০
- যুবাইরী, নসব কুরাইশ : ১৯, ২৬
- উমদাতুত্‌ তালিব : ৩৪৪
- বালাজুরী, আনসাবুল আশরাফ : ১/৪৭৪
- আল-হুল্লী, মুখতালিফুশশীয়া : ২/৩০৮
- আততুসী, আল-মাবসূত: ৪/২৭০

আব্দুল্লাহ আল-সালেম, ব্লক-১, আহমদ আল-হিন্দী সড়ক, বাড়ী-২১, ফোনঃ ২৫৬০২০৩, ফ্যাক্সঃ ২৫৬০৩৪৬
পোস্ট বক্স- ১২৪২১, শামিয়্যাহ, পোস্ট কোড- ৭১৬৫৫, কুয়েত, www.almabarrah.net, e-mail: almabarrh@gmail.com

আল্লাহ বলেনঃ " মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর যারা তাঁর সাথে রয়েছে তারা কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর ও নিজেদের মধ্যে দয়ার্দ্র। (সূরা- আল ফাতহ:২৯)
এই চিত্রটি নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যকার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে।
অতএব, আমরা ইতিহাস বিকৃতিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবো।

১৫তম সারণি
আলী পরিবার ও তালহা পরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক

এই সারণি আরও প্রমাণ পেশ করছে যে, উষ্ট্রের যুদ্ধের মিথ্যাচার সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিৎ। কারণ যদি সাহাবীগণের মধ্যে (বিশেষত: যুবাইর ও তালহা) হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে এ যুদ্ধ হয়ে থাকে তবে যুবাইর পরিবার যার আলোচনা পূর্বে হয়েছে এবং তালহা পরিবার যার আলোচনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি এই দুই পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নবী পরিবারকে কীসে বাধ্য করেছিল?

তালহা রাদি আল্লাহু আনহু ছিলেন, তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ ইব্ন উসমান ইব্ন আমর ইব্ন ক'াব ইব্ন সা'দ ইব্ন তাইম ইব্ন মাররাহ ইব্ন ক'াব ইব্ন লুই ইব্ন গালিব। তিনি কুরাইশ বংশের তাইমী শাখাভূক্ত ছিলেন। তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মদ। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন, ইসলাম গ্রহণকারী অগ্রবর্তী ৮ জনের একজন, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর হাতে যে ৫ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের একজন এবং ৬ সদস্য বিশিষ্ট পরামর্শ সভার (মজলিসে শুরা) একজন। তাঁর মর্যাদা ও অগ্রবর্তীতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে এই সারণিতে আমরা কয়েকটি বিষয় পর্যাবেক্ষণ করব:

১- হাসান ইব্ন আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে উম্মে ইসহাক বিন্ত তালহা রাদি আল্লাহু আনহার বিবাহ। তাঁদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হাসান রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর নাম রাখেন তালহা।

২- হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর ভাইয়ের অসীআতের ভিত্তিতে তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁকে বিবাহ করেন। তাঁদের ঘরে জন্ম নেন মহীয়সী নারী ফাতিমা আস্‌সুগরা।

৩- প্রশ্ন= ইমাম হাসান ও হুসাইন কি উষ্ট্রের যুদ্ধে যোগ দেননি? প্রাচ্যবিদ ও তাদের দোসররা যেভাবে উষ্ট্রের যুদ্ধকে চিত্রায়িত করে প্রকৃত ঘটনা যদি সেরূপ হত তবে তাঁরা কেন তালহা রাদি আল্লাহু আনহুর সন্তানকে বিবাহ করেন?

৪- আব্দুল্লাহ (আল-মাহাদ) ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব এবং আউন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব উভয়েই তালহা রাদি আল্লাহু আনহুর পৌত্রীকে বিবাহ করেন। যার নাম হাফসা বিন্ত ইমরান ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন তালহা (তিনি তাঁর পিতার সাথে উষ্ট্রের যুদ্ধে শহীদ হন)।

৫- হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর পৌত্রী আবদাহ বিন্ত আলী ইব্ন হুসাইনকে তালহা রাদি আল্লাহু আনহুর পৌত্র নুহ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন তালহা বিবাহ করেন। যিনি ছিলেন ইমাম বাকের রাদি আল্লাহু আনহুর বোন, জাফর (রহ)-এর ফুফু এবং আলী যায়নুল আবিদীন (রহ)-এর মেয়ে।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

সাহাবীগণের সন্তানদের মধ্য থেকে হুসাইন ইব্ন আলী (রা)-এর জামাতাগণ

مبرة الآل والأصحاب

হুসাইন (রা)

দ্বিতীয় হাসানের সাথে ফাতিমার এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন হাসানের সাথে সুকাইনার বিবাহ ব্যতীত এসব বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পন্ন হয় কারবালার যুদ্ধের (৬১ হিঃ) পর।

- উসমান ইব্ন আফফান (রা)
- আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)
- যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা)
- আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)
- হাকিম ইব্ন হিযাম (রা)

আমর

- হাসান (রা)
  - যায়েদ
  - আব্দুল্লাহ (কেউ কেউ বলেন তার নাম কাশেম) — কারবালায় শহীদ ৬১ হিজরী — আবুবকর
- মাস্‌আব — ৭১ হিজরীতে নিহত
- ইবরাহীম — বিবাহের ৩মাস পর তালাক দেন
- আব্দুল্লাহ (রা)
  - উসমান
  - আব্দুল্লাহ
  - আসবাগ — বিবাহের কিছুদিন পর মারা যান
  - আব্দুল আযীয — পঞ্চম খলিফা উমর ইব্ন আব্দুল আযীয এর ভাই*
- মারওয়ান ইব্ন হাকাম

সুকাইনা — মৃত্যু ১১৭ হিঃ

ফাতিমা (আসসুগরা) — মৃত্যু ১১৭ হিঃ

- আব্দুল্লাহ (আল মুতরাফ)
  - আমর
- হাসান (দ্বিতীয়) — মৃত্যু ৯৭ হিজরী
  - হাসান (রা)

সুকাইনার স্বামীর সংখ্যা অনেক হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, তাঁর কোন কোন স্বামী যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁদের কেউ কেউ বিবাহর পর পরই মারা যান। শুধুমাত্র একবার তিনি তালাকপ্রাপ্তা হন।

সাহাবী
আহলে বাইতের সাহাবী
পিতা-পুত্রের সম্পর্ক
স্বামীর নাম
বৈবাহিক সম্পর্ক ⇌

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র :

- তারিখে দামেস্ক
- তবকাতে ইব্ন সায়াদ
- আনসাবে আরব
- নসব কুরাইশ
- আনসাবুল আশরাফ
- তারিখে ইয়াকুবী
- আল-মাহবার
- আল-আসীলী
- কাশফুল গুম্মাহ
- আল-ইরশাদ

ফোন: ২৫৬০২০৩, ফ্যাক্স: ২৫৬০৩৪৬, হট লাইন- ৯১৮৪৩৩৩, পোস্ট বক্স- ১২৪২১, শামিয়্যাহ, পোস্ট কোড- ৭১৬৫৫, কুয়েত
www.almabarrah.net, e-mail: almabarrh@gmail.com

১৬তম সারণি
সাহাবীগণের সন্তানদের মধ্য থেকে
হুসাইন ইব্ন আলী (রা)-এর জামাতাগণ

প্রিয় পাঠক! আমার সাথে আসুন, আমরা হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর সন্তানদের বিশেষত: আলী ইব্ন হুসাইন ও তাঁর দুই বোন ফাতিমা ও সুকাইনার দিকে দৃষ্টিপাত করি। অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা সবাই তাঁদের পিতা, তাঁদের ভাই ও ফুফাতো ভাইদের সাথে কারবালার ময়দানে শহীদ হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে আমাদের জন্য জ্ঞাতব্য হলো:

১- হাসান (দ্বিতীয়) ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব (ফাতিমার স্বামী) উক্ত কসাইয়ের বেলাভূমি থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে আসেন। তাঁর ঔরসে হাসান (তৃতীয়), আব্দুল্লাহ (আল-মাহাদ) ও ইবরাহীম (আল-গামার) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের সকলেই ছিলেন সদ্বংশীয় নেতৃত্ব। একইভাবে তাঁর ঔরসে যয়নাব (যাকে উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ ইব্ন আব্দুল মালিক বিবাহ করেন) ও উম্মে কুলসূম (তাঁকে তাঁর মামাত ভাই মুহাম্মদ আল-বাকের বিবাহ করেন) জন্মগ্রহণ করেন।

২- হাসান দ্বিতীয়ের ইন্তিকালের পর (আনুমানিক ৯৭ হিজরী) তাঁকে আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন উসমান ইব্ন আফ্ফান বিবাহ করেন। যিনি আল-মুতরাফ উপাধিতে ভূষিত। তাঁর ঔরসে মুহাম্মদ (দীবাজ) ও একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।

৩- সুকাইনাকে বিবাহ করেন আব্দুল্লাহ ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব। কোন কোন তথ্য গ্রন্থে তাঁকে কাসিম নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম ছিল আবু বকর। তিনি তাঁর আহলে বাইতের সাথে আত্তাফ যুদ্ধে শহীদ হন।

৪- এরপর তাঁকে বিবাহ করেন মাসআব ইব্ন যুবাইর ইবনুল আওয়াম। তাঁদের ঘরে একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন যার নাম ফাতিমা।

৫- ৭১ হিজরীতে মাসআব নিহত হওয়ার পর তাঁকে আব্দুল্লাহ ইব্ন উসমান ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন হাকিম ইব্ন হিযাম বিবাহ করেন। তাঁদের ঘরে উসমান (যাঁকে কারীন উপাধিতে ভূষিত করা হয়), হাকীম ও রাবীহা জন্মগ্রহণ করেন।

৬- অতঃপর তিনি (মাসআব) ইন্তিকাল করলে তাঁকে যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন উসমান ইব্ন আফ্ফান বিবাহ করেন।

৭- অনন্তর তিনি ইন্তিকাল করলে তাঁকে ইবরাহীম ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ বিবাহ করেন এবং ৩ মাস পরে তাঁকে তালাক দেন।

৮- অবশেষে তাঁকে আসবাগ ইব্ন আব্দুল আযীয ইব্ন মারওয়ান ইব্ন হাকাম বিবাহ করেন। যিনি খলীফা রাশিদ উমর ইব্ন আব্দুল আযীযের ভাই। এর অল্প কিছুদিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন।

এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

ক. এসব বিবাহের অধিকাংশের বেলায় সুকাইনার অভিভাবক ছিলেন তাঁর ভাই আলী ইব্ন হুসাইন।

খ. সুকাইনার পরপর দুই স্বামী বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই শহীদ হন। এক স্বামী মৃত্যুবরণ করেন এবং একজন তাঁকে বিবাহের কয়েক মাসের মাথায় তালাক প্রদান করেন। এটিই তাঁর স্বামীর সংখ্যা অনেক হওয়ার কারণ।

গ. তাঁদের দুজনের স্বামী সাহাবীগণের সন্তান ও নাতীদের অর্ন্তভূক্ত। বিশেষত উসমান, যুবাইর ও আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ রাদি আল্লাহু আনহুমের উত্তরপুরুষ। যা এ সংক্রান্ত যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় দূর করে এ কথা প্রমাণ করে যে, তাঁদের পরস্পরের মধ্যকার প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা তাঁদের উত্তরসূরী নাতীদের পর্যন্ত ব্যাপৃত হয়েছিল।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

মুহাম্মদ আল-বাকের

مبرة الآل والأصحاب

মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)

(জন্ম- ৫৬ হিজরী- ওফাত ১১৪হিজরী)

সাহাবীগণের মধ্য থেকে তাঁর শিক্ষক

- উম্মে সালমা (হিন্দ আল-মাখযুমী) (রা) (উম্মুল মুমিনীন)
- আবু সাঈদ খুদরী আল- আনসারী (রা)
- আনাস ইব্ন মালিক আল-আনসারী (রা)
- জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (রা)
- আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস আল-হাশিমী (রা)
- আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)

ইমাম বাকের (রা)-এর বাণী

একবার ইমাম বাকের তরবারী অলংকৃত করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে বলেন, এতে দোষের কিছু নেই, আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহ আনহু তাঁর তরবারীকে সুশোভিত করেন। তাঁকে বলা হল, আপনি তাঁকে সিদ্দীক (সত্যবাদী) বলছেন? তখন তিনি এক লাফ দিয়ে কিবলামুখী হলেন অত:পর বললেন, হ্যাঁ সিদ্দীক, হ্যাঁ সিদ্দীক, হ্যাঁ সিদ্দীক। তাঁকে যে ব্যক্তি সিদ্দীক বলবে না আল্লাহ তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করবেন না।

ইমাম বাকের সম্পর্কে আলিমগণ বলেন-

তিনি ছিলেন, নির্ভরযোগ্য ইমাম। তাঁর সময়কার বণী হাশিমের নেতা, তিনি আরবের প্রচলিত কথা 'জ্ঞানের পণ্ডিত' থেকে বাকের নামে পরিচিত হয়েছেন। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানের সুক্ষ্মদর্শিতা, মূল ও নিগুঢ় তত্ত্ব জানতেন।

হাদীসের ৯টি গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত ১৪০ টিরও অধিক হাদীস রয়েছে

তাঁর মা

উম্মে আব্দুল্লাহ
বিন্ত হাসান
ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)

তাঁর স্ত্রীগণের অন্যতম

উম্মে ফারওয়া
বিন্ত কাসিম
ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর (রা)

তথ্যসূত্র: - আল-আসিলী, ইব্ন তাকতাকী, ১৪৯। - তাহজীবুল কামাল, আল-মাযযী, ২৬/১৩৭। - তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ, হাফেজ যাহাবী, ১/১২৪। - উমদাতুত তালিব, ইব্ন আনবাহ, ৩৪৫। - সীরু আলামুন নুবালা, আয্যাহবী, ৪/৪০২। - কাশফুল গুম্মাহ, আরবালী, ২/৩৬০।

মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব, আব্দুল্লাহ আল-সালেম, ব্লক-১, আহমদ আল-হিন্দী সড়ক, বাড়ী-২১, ফোন: ২৫৬০২০৩
ফ্যাক্স: ২৫৬০৩৪৬, হট লাইন- ৯১৮৪৩৩৩, পোস্ট বক্স- ১২৪২১, শামিয়্যাহ, পোস্ট কোড- ৭১৬৫৫, কুয়েত
www.almabarrah.net, e-mail: almabarrh@gmail.com

১৭তম সারণি

মুহাম্মদ আল-বাকের রাদি আল্লাহু আনহু

ইমাম ও নেতা আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব মাদানী। তাঁর পিতা যায়নুল আবিদীন। তিনি ৫৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞানের রাজ্যে বিজয়ী পদাচারণার (অর্থাৎ সুক্ষ্মদর্শিতা, মূল ও নিগুঢ় তত্ত্ব জানার) কারণে তাঁকে বাকের (গভীর জ্ঞানী) উপাধি দেয়া হয়।

তাঁর প্রসিদ্ধ ও বড় বড় ওস্তাদ ছিলেন সাহাবীগণের একটি দল। যেমন- জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ, আনাস ইব্ন মালিক, আবু সাঈদ খুদরী, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুম প্রমুখ। এ থেকে নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিনিময়ের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে। ইমাম বাকের আনুমানিক ২৪৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যা হাদীস শরীফের মৌলিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। তাফসীর ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহের কথা কি আর বলার আছে?

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম বাকের আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারে তাঁদের কন্যা উম্মে ফারওয়া বিন্ত কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর ঔরসে জাফর সাদিক জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর নানা বংশের পূর্বপুরুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করেন। কেননা তিনি (সিদ্দীক পরিবারে) আয়িশা সিদ্দীকা রাদি আল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন। তিনি আরও অনুসরণ করেন তাঁর পিতার চাচা হাসান ইব্ন আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে। কারণ তিনি হাফসা বিন্ত আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন। তাছাড়া তাঁর ভাতিজা ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারে বিবাহ করেন। এ যেন প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, হৃদ্যতা, ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার এক মহাকাব্য!

ইমাম বাকের সম্পর্কে আরবালীর এক বর্ণনার মাধ্যমে আমরা এ আলোচনার ইতি টানব। একবার ইমাম বাকের তরবারী অলংকৃত করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে বলেন, এতে দোষের কিছু নেই। আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর তরবারীকে সুশোভিত করেন। আমি বললাম, আপনি তাঁকে সিদ্দীক (সত্যবাদী) বলছেন? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি এক লাফ দিয়ে কিবলামুখী হলেন অতঃপর বললেন, হ্যাঁ সিদ্দীক, হ্যাঁ সিদ্দীক, হ্যাঁ সিদ্দীক। তাঁকে যে সিদ্দীক না বলবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করবেন না। (কাশফুল গুম্মাহ: ২/৩৬০)

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

হাফসা বিন্‌ত মুহাম্মদ (আদ্‌দিবাজ)

চার খলীফা রাশিদুন, তালহা ও যুবাইর (রা)-এর নাতনী

مبرة الآل والأصحاب

যুবাইর ইব্‌ন আল আওয়াম (রা) আসাদী

আবু বকর সিদ্দীক (রা) তায়মী

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আদুয়ী

উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) উমাইয়ী

তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ (রা) তায়মী

আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) হাশিমী

আসমা বিন্‌ত আবু বকর (রা) তায়মী

আব্দুল্লাহ (রা) আদুয়ী

উম্মে ইসহাক বিন্‌ত তালহা তায়মী

শহীদ হুসাইন (রা) হাশিমী

আরওয়া আসাদী

হাফসা আদুয়ী

আমর উমাইয়ী

উসমান আসাদী

আব্দুল্লাহ (আল-মুতরাফ) উমাইয়ী

ফাতিমা বিন্‌ত হুসাইন হাশিমী

খাদীজা আসাদী

মুহাম্মদ (আদ্‌দিবাজ) উমাইয়ী

হাফসা
উমাইয়ী

এই চিত্রটি নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যকার সামাজিক বন্ধন, বংশীয় যোগসূত্র ও বৈবাহিক সম্পর্কের বিশদ বর্ণনা প্রদান করে। কেননা এ চিত্রে দৃশ্যমান হয় হাফসা বিন্‌ত মুহাম্মদ (আদদিবাজ) আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর (রা) সকলেরই অধঃস্তন নাতনী। যা আরও তাগীদ প্রদান ও স্পষ্ট নির্দেশনা দেয় যে, নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ও সামাজিক বন্ধন ছিল।

তথ্যসূত্র:

- ইব্‌ন হাবীব: আল মাহবার ১/৪০৪
- ইব্‌ন আল জাওযী: আল মাদহাশ ৬৯
- আল বাররী: আল জাওহারা ফী নাসবিন নবী ওয়াল আশরা ১/২৭৬
- ইব্‌ন কুতাইবা: মাতআরিফ ২০০
- ইব্‌ন আবু হাদীদ: শরহ নাহজুল বালাগাহ ১৫/২৬৬

পিতৃত্বের সম্পর্ক ↓ বৈবাহিক সম্পর্ক জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের মধ্যে হাফসা এর পূর্বপুরুষগণ

আব্দুল্লাহ আল-সালেম, ব্লক-১, আহমদ আল-হিন্দী সড়ক, বাড়ী-২১, ফোন: ২৫৬০২০৩/ ২৫৫২৩৪০, ফ্যাক্স: ২৫৬০৩৪৬, হট লাইন- ৯১৮৪৩৩৩, পোস্ট বক্স- ১২৪২১, শামিয়্যাহ, পোস্ট কোড- ৭১৬৫৫, কুয়েত, www.almabarrah.net, e-mail: almabarrh@gmail.com

১৮তম সারণি

হাফসা বিন্‌ত মুহাম্মদ আদ্‌দীবাজ

চার খলীফা রাশিদ, তালহা ও যুবাইরের নাতনী

১৫০ বৎসরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পরেও নবী পরিবার ও সাহাবীগণের অধঃস্তনদের মধ্যে মধুর সেই সম্পর্ক অবশিষ্ট ছিল, যার প্রমাণ এই সারণিটি ।

তিনি ছিলেন হাফসা বিন্‌ত মুহাম্মদ আদ্‌দীবাজ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (আল-মুতরাফ) ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান রাদি আল্লাহু আনহু ।

তিনি এমন এক নারী যার পূর্বপুরুষ ছিলেন একাধারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক, উমর, উসমান, আলী, তালহা ও যুবাইর রাদি আল্লাহু আনহুম ।

তাঁর মা ছিলেন খাদীজা বিন্‌ত উসমান ইব্‌ন আরওয়া ইব্‌ন (যুবাইর) ।

আরওয়ার মা ছিলেন আসমা বিন্‌ত (আবু বকর) ।

মুহাম্মদ আদ্‌দীবাজের - তাঁর পিতা - মা: ফাতিমা বিন্‌ত হুসাইন ইব্‌ন (আলী) ।

ফাতিমা বিন্‌ত হুসাইনের মা ছিলেন, উম্মে ইসহাক বিন্‌ত (তালহা) ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফানের মা ছিলেন হাফসা বিন্‌ত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন (উমর) ইব্‌ন খাত্তাব । অন্য বর্ণনা মতে, যায়নাব বিন্‌ত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর ।

প্রিয় পাঠক কি একবারের জন্য এই আশ্চর্য বৈবাহিক ও সামাজিক বন্ধনের কথা চিন্তা করেছেন? এ থেকে কি এটিই দৃশ্যমান হয় না যে, মহান নবী পরিবার ও সাহাবীগণ তথাকথিত সব ধরণের মতবিরোধের ঊর্ধ্বে ছিলেন?

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

مبرة الآل والأصحاب

মুমিনদের মাতাগণ

সাইয়েদুল মুরসালীন (সা)-এর স্ত্রীগণ

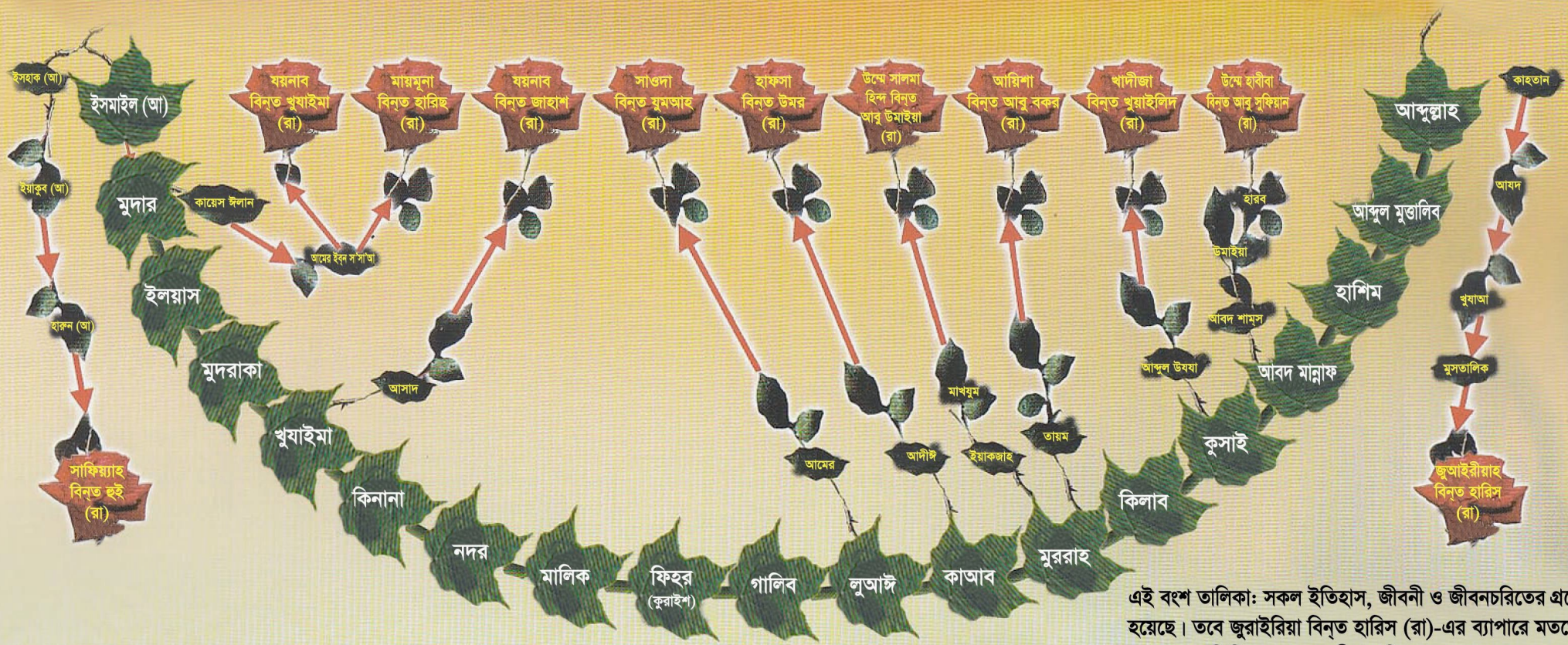

এই বংশ তালিকা: সকল ইতিহাস, জীবনী ও জীবনচরিতের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তবে জুরাইরিয়া বিন্ত হারিস (রা)-এর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তিনি কাহতান বংশীয় নাকি আদনান বংশ ধারার কুমআহ ইব্ন ইলয়াস ইব্ন মুদারের অধস্তন, তবে অধিকাংশ ১ম মতামতের পক্ষে।

পিতা-পুত্রের পরোক্ষ সম্পর্ক — পিতা-পুত্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক — নবী (সা)-এর পূর্বপুরুষ — নবী (সা)-এর স্ত্রী

১৯তম সারণি

সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ মুমিনগণের মাতাগণ

এই সারণিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের বংশগত দিক থেকে তাঁর সাথে একীভূত হওয়ার দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। বংশগত দিক থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটতম হওয়ার প্রেক্ষিতে ১১ জন উম্মুল মুমিনীনের অবস্থান এই চিত্রে ফুটে উঠেছে। তাঁদের জীবন চরিতের উল্লেখযোগ্য দিক হল:

১- জুআইরিয়্যাহ বিন্ত হারিস রাদি আল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল বংশধারার বাইরের। কেননা তিনি মুস্তালিক গোত্রভূক্ত যা (অধিকতর শুদ্ধ মতানুযায়ী) কাহ্তান বংশোদ্ভূত। একইভাবে সাফীয়্যাহ বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাব রাদি আল্লাহু আনহাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল বংশের বাইরের। কেননা তিনি ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর।

২- খাদীজা (বিশ্ব নারীকূল শিরমণি) ও যয়নাব বিন্ত খুযাইমাহ রাদি আল্লাহু আনহুমা ব্যতীত তাঁদের সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরে মারা যান।

৩- খাদীজা ও মায়মূনাহ রাদি আল্লাহু আনহুমা ছাড়া তাঁদের সকলকেই জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। খাদীজা রাদি আল্লাহু আনহাকে মক্কার আল-হাজুন উপত্যকায় এবং মায়মূনাহ রাদি আল্লাহু আনহাকে সারফ উপত্যকায় দাফন করা হয়।

৪- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম যয়নাব বিন্ত জাহাশ তাঁর সাথে মিলিত হন ২০ হিজরীতে। যয়নাব বিন্ত জাহাশ রাদি আল্লাহু আনহা তাঁর মায়ের বংশের দিক থেকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একীভূত হয়েছেন। তাঁর মাতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু উমাইমা বিন্ত আব্দুল মুত্তালিব।

৫- আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহা ২২১০টি, উম্মে সালমা রাদি আল্লাহু আনহা ৩৭৮টি, মায়মূনা রাদি আল্লাহু আনহা ৭৮টি, উম্মে হাবীবা ৬৫টি, হাফসা রাদি আল্লাহু আনহা ৬০টি, যয়নাব বিন্ত জাহাশ রাদি আল্লাহু আনহা ১১টি, সাফীয়্যাহ রাদি আল্লাহু আনহা ১০টি, জুআইরিয়্যাহ রাদি আল্লাহু আনহা ৭টি, সাওদা রাদি আল্লাহু আনহা ৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬- তাঁদের মধ্যে একমাত্র আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহা কুমারী ছিলেন।

৭- তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ওফাত হয় উম্মে সালমা রাদি আল্লাহু আনহার। তিনি ৬১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। বিবাহের দিক থেকে সর্বশেষ ছিলেন মায়মূনা রাদি আল্লাহু আনহা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ৭ম হিজরীতে বিবাহ করেন।

এটি আমাদের মা, মুমিনদের মাতাগণের বংশ তালিকা। তাঁদের বংশ মর্যাদা, তাঁদের স্বামী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার সাথে একীভূত হয়েছে।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন

مبرة الآل والأصحاب

ইবরাহীম (আ)

মুহাম্মদ (সা)

আবু উবাইদা	সাঈদ	উমর	তালহা	আবু বকর	সাআদ	আব্দুর রহমান	যুবাইর	উসমান	আলী
আমীনুল উম্মাহ (রা)	দশজনের দশম (রা)	আল-ফারুক (রা)	আল-ফাইয়াদ (রা)	সিদ্দীক (রা)	রাসূলের মামা (রা)	শুরা সদস্য (রা)	রাসূলের সঙ্গী (রা)	জুন্নুরাইন (রা)	দুই নাতীর পিতা (রা)
ইব্‌ন আব্দুল্লাহ	ইব্‌ন যায়দ	ইব্‌ন খাত্তাব	ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ	ইব্‌ন উসমান (রা)	ইব্‌ন মালিক (আবু ওয়াক্কাস)	ইব্‌ন আওফ	ইবনুল আওয়াম	ইব্‌ন আফফান	ইব্‌ন আবু তালিব

ইসমাইল (আ), মুদার, ইলয়াস, মুদরাকা, খুযাইমা, কিনানা, নদর, মালিক, ফিহর (কুরাইশ), গালিব, লুআঈ, কাআব, মুররাহ, কিলাব, কুসাই, আব্দুল মুত্তালিব, হাশিম, আব্দুল্লাহ

জারারাহ, হেলাল, উহাইব, দুব্বাহ, হারিস, আমর, নুফাইল, আব্দুল উযযা, রিয়াহ, আব্দুল্লাহ, করত, রেযাহ, আদী, উসমান, আমের, আমর, কাআব, সাআদ, তায়ম, আব্দ আওফ, উহাইব, আব্দ মান্নাফ, আব্দ, হারিস, খুয়াইলিদ, আসাদ, যুহরা, আবুল আস, উমাইয়া, আব্দুল উযযা, আব্দ শাম্‌স, আবদ মান্নাফ

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী
মহানবী (সা)-এর পূর্বপুরুষ
পিতৃত্বের সম্পর্ক
মুদারের দশম পুরুষ

এই নসবনামা সংশ্লিষ্ট সকল ইতিহাস, জীবনী ও জীবনচরিতের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব, আব্দুল্লাহ আল-সালেম, ব্লক-১, আহমদ আল-হিন্দী সড়ক, বাড়ী-২১, ফোন: ২৫৬০২০৩, ফ্যাক্স: ২৫৬০৩৪৬, হট লাইন- ৯১৮৪৩৩৩, পোস্ট বক্স- ১২৪২১, শামিয়্যাহ, পোস্ট কোড- ৭১৬৫৫, কুয়েত
www.almabarrah.net, e-mail: almabarrh@gmail.com

২০তম সারণি

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন

এই সারণিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত বংশ তালিকা ও তাঁর সাথে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের বংশ মিলিত হওয়ার স্থানকে অর্ন্তভুক্ত করেছে। তাঁদের জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তির বিষয়ে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ অবশিষ্ট নেই। সেসব হাদীসের মধ্যে ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানে (খণ্ড-২/ পৃষ্ঠা-৬২৩) বর্ণনা করেন:

সাঈদ ইব্ন যায়িদ দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: দশ ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে থাকবে: নবী জান্নাতে, আবু বকর জান্নাতে, উমর জান্নাতে, উসমান জান্নাতে, আলী জান্নাতে, তালহা জান্নাতে, যুবাইর ইবনুল আওয়াম জান্নাতে, সায়াদ ইবন্ মালিক জান্নাতে, আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ জান্নাতে, তোমরা যদি চাও তবে আমি দশম ব্যক্তির নাম বলি। তিনি বলেন, তাঁরা বললেন, তিনি কে? তিনি চুপ থাকলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তারা পুনরায় বললেন, তিনি কে? তখন তিনি বলেন, সাঈদ ইব্ন যায়িদ।

এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নোট করা যেতে পারে:

১- তাঁরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটতম ছিলেন বংশগত দিক থেকেও তাঁরা তাঁর নিকটতম ছিলেন।

২- দশজনেরই পিতা (পূর্ব পুরুষ) ছিলেন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম আলাইহিমাস সাল্লাম এবং তাঁদের সাথী ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৩- তাঁদের কারও বংশ সম্পর্কে সন্দেহপোষণ করা অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বংশের ব্যাপারে সন্দেহ করা।

৪- দশ জনের দুজন বনু যাহরার (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মামার বংশের)। তাঁরা হলেন, সায়াদ ও আব্দুর রহমান রাদি আল্লাহু আনহুমা।

৫- দুজন বনু তায়ম গোত্রের। তাঁরা হলেন, আবু বকর সিদ্দীক ও তাঁর চাচাত ভাই তালহা রাদি আল্লাহু আনহুমা।

৬- দুজন বনু আদী গোত্রের। তাঁরা হলেন, দুই চাচাত ভাই উমর ও সাঈদ ইব্ন যায়িদ রাদি আল্লাহু আনহুমা।

৭- তাঁদের মধ্যে একমাত্র আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন।

৮- চার খলীফা ও ছয় আহলে শুরা (পরামর্শ সভার সদস্য) সকলেই এই ১০ জনের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয়েছেন।

৯- তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবু বকর সর্বশেষ সায়াদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস ইন্তিকাল করেন।

১০- উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর রাদি আল্লাহু আনহুম অন্যের হাতে শহীদ হন।

১১- তাঁদের সকলেই (প্রত্যক্ষ বা হুকমীভাবে) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উসমান রাদি আল্লাহু আনহু ব্যতীত তাঁরা সকলেই বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হন। কেননা উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর কারণেই উক্ত বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়।


নবী পরিবার ও সাহাবী..
..ভালবাসা ও আত্মীয়তা
খুলাফায়ে রাশিদুনের শেষ আমলে
ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থান
مبرة الآل والأصحاب
ইউরোপ
রোম
কনস্টানটিনোপল
আরমিনিয়া
আজারবাইজান
আমরিয়া
হারকালা
সিসিল
কুরতাজা
কিরওআন
রোম সাগর (ভূমধ্য সাগর)
ক্যারিট
সাইপ্রাস
সাবিতালাহ
ত্রিপলী
বারকাহ
দামেস্ক
আলকুদস
আলেকজান্দ্রিয়া
ফুসতাদ
সিরিয়া
কুফা
বসরা
ফুরাত উপদ্বীপ
ফুরাত নদী
দাজলা নদী
উতবাহ ইব্ন ফারকাদ
অলীদ ইব্ন উকবাহ
(রা)
সায়াদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস
মুসান্না ইব্ন হারিসাহ
হুজাইফা ইব্ন ইয়ামান
নুমান ইব্ন মুকরান
আবু মুসা আশাআরী
খালিদ ইব্ন অয়ালীদ
আবু উবাইদাহ আশসাকাফী
(রা)
আবু উবাইদা ইব্ন যাররাহ
খালিদ ইব্ন অলীদ
শারাহবীল ইব্ন হাসনা
ইয়াযিদ ইব্ন আবু সুফিয়ান
আমর ইব্ন আস
(রা)
মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান
আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু শারাহ
(রা)
আমর ইব্ন আস (রা)
আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু শারাহ
উকবাহ ইব্ন নাফে
আল ফাহরিহ (রা)
২৬ হিঃ
আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু শারাহ
উকবাহ ইব্ন নাফে
আল ফাহরিহ (রা)
তামিসা
সাগরপারের দেশসমূহ
সাঈদ ইব্ন আস (রা)
জুরজান
তিবরিস্তান
কোমস
৩০হিঃ
কাবুল
খুরাসান
পারস্য
কেরমান
সিজিস্তান
এশিয়া
আব্দুল্লাহ ইব্ন আমের ইব্ন কারিব
আবুর রহমান ইব্ন সামুরা
আব্দুল্লাহ ইব্ন হাজিম আসসালমি
সাহাল ইব্ন আদী আল খাযরাজী
(রা)
মুলতান
আলী ইব্ন আবু তালিব হারিস ইব্ন
মুররাহ আল আবদীর নেতৃত্বে সিন্ধু জয়ের
জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।
সিন্ধু এলাকা
ভারত
বাহরাইন সাগর (পারস্য উপসাগর)
মদিনা মুনাওয়ারাহ
ওমান
মক্কা মুকাররামাহ
আরব উপদ্বীপ
লোহিত সাগর
ইয়ামেন
সানা
আরব সাগর
আফ্রিকা
মিসর
নুবাহ
ঈজাব
সুদান
নীল নদ
আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু শারাহ
উকবাহ ইব্ন নাফে
আল ফাহরিহ (রা)
যিলা'
প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা)- এর আমলে
অনুষ্ঠিত রিদ্দার যুদ্ধ পরবর্তী আরব উপদ্বীপ
আবু বকর (রা)-এর আমলে বিজিত এলাকাসমূহ
খলিফা উমর (রা)-এর আমলে বিজিত এলাকাসমূহ
খলিফা উসমান (রা)-এর আমলে বিজিত এলাকাসমূহ
খলিফা আলী (রা)-এর আমলে বিজিত এলাকাসমূহ
বিজয়ের সেনাপতিবৃন্দ
এসব যুদ্ধে হাসান, হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস,
আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।
ইতিহাসগ্রন্থসমূহের এসব বিজয়ের ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে।
এর উল্লেখযোগ্য তথ্যসূত্রের মধ্যে রয়েছে:
- ইমাম তাবারী, তারিখে তাবারী
- হাফেজ আযযাহাবী, তারিখুল ইসলাম
- হাফেজ ইব্ন কাসির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- ইবনুল আসির, আল-কামিল ফিত তারিখ
- তারিখে ইয়াকুবী
আব্দুল্লাহ আল-সালেম, ব্লক-১, আহমদ আল-হিন্দী সড়ক, বাড়ী-২১, ফোন: ২৫৬০২০৩, ফ্যাক্স: ২৫৬০৩৪৬
পোস্ট বক্স- ১২৪২১, শামিয়্যাহ, পোস্ট কোড- ৭১৬৫৫, কুয়েত, www.almabarrah.net, e-mail: almabarrh@gmail.com

২১তম সারণি

খুলাফায়ে রাশিদুনের শেষ আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থান

এই চিত্রটি খুলাফায়ে রাশিদুনের বিভিন্ন অঞ্চল বিজয় এবং মাত্র ৩০ বছরে ইসলামী রাষ্ট্র সম্প্রসারণের দৃশ্য প্রকাশ করেছে। যেসব ভূখণ্ড তাঁরা জয় করেছিলেন সেসব এলাকার সাধারণ জনগণ দলে দলে ইসলাম ও বিজয়দের ভাষাকে গ্রহণ করেছিল। নবী পরিবার ও সাহাবীগণ মূলত: কোন ভূখণ্ড বা রাষ্ট্র জয়ের পূর্বে বান্দাদের অন্তর জয় করেছিলেন।

এ পরিসরে নবী পরিবার ও সাহাবীগণের একনিষ্ঠতা ও আল্লাহর বাণী:

إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ

"যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখবেন।" (সূরা মুহাম্মদ: ৭) এ বাণীকে সত্যে পরিণত করার জন্য তাঁদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সাহায্যের মাধ্যমে সহযোগিতার বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য আমরা সেই সময়ের সমরাস্ত্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থার চিত্রের সাথে তাঁদের বিজয়ের আয়তনের তুলনা করতে পারি।

মানচিত্রটি একটি বিরাট সংখ্যক বিজয় নায়ক সাহাবীর বর্ণনা উপস্থাপন করছে যাঁরা দ্বীনের তাবলীগ ও রাব্বুল আলামীনের শরীআতের সাহায্যের জন্য প্রাচ্য-পাশ্চাতে দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

এ প্রসংগে বিভিন্ন বিজয়ের ক্ষেত্রে নবী পরিবারের বিস্তৃত ভূমিকা প্রকাশ করে এমন একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত রয়েছে। ইব্ন আব্দুল বার আনদালুসী বলেন:

আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান যাঁদেরকে তাঁদের মা উম্মুল ফদল একই ঘরে জন্ম দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের একজনের কবর থেকে অপর জনের কবর অনেক অনেক দূরত্বে। যেমন- ফদল শহীদ হন আজনাদাইনে, মা'বাদ ও আব্দুর রহমান ইন্তিকাল করেন আফ্রিকায়, আব্দুল্লাহ ইন্তিকাল করেন তায়েফে, উবাইদুল্লাহ ইয়ামেনে, কাছিম সমরকন্দে ও কাছীর ইনবায়ে ইন্তিকাল করেন। (খণ্ড-১/ পৃষ্ঠা-৫৯)

একইভাবে এ মানচিত্রটি থেকে স্পষ্ট হয় যে, হাসান, হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস রাদি আল্লাহু আনহুম পূর্বে জুরজান ও তামীসাহ বিজয়ে (৩০ হিজরী) এবং পশ্চিমে আফ্রিকা ও সাবীতালাহ বিজয়ে (২৬ হিজরী) অংশগ্রহণ করেন।

নবী পরিবার ও সাহাবী..
.. বৈবাহিক আত্মীয় ও প্রিয়জন

আত্মীয়তা ও সাহচর্যের যৌথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যাঁরা



مبرة الآل والأصحاب


মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আব্দুল মুত্তালিব
হাশিম
আবদ মান্নাফ
কুসাই
কিলাব
মুররাহ
কাআব
লুআই
গালিব
ফাহার (কুরাইশ)
মালিক
নদর
কিনানা
খুযাইমা
মুদরাকাহ
ইলয়াস
মুদার
ইসমাঈল (আ)
ইবরাহীম (আ)
আব্দুল্লাহ
আবূ তালিব
আবূ লাহাব
হারিস
আব্বাস
হামযা
আবূ সুফিয়ান
আবুল আস
আবুল আস
আবূ সালামা
আবূ উমায়র
আবূ সুফিয়ান
আবূ সুফিয়ান
আবূ সুফিয়ান

বাইশতম সারণি

আত্মীয়তা ও সাহচর্যের যৌথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যারা

সম্মানিত পাঠক! আপনাদের খিদমাতে শতাধিক নাম পেশ করা হল যারা আত্মীয়তা ও সাহচর্যের যৌথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ঐসব সম্মানিত ব্যক্তি একাধারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশীয় আত্মীয়তা, সাহচর্য ও তাঁকে অনুসরণের মর্যাদা রয়েছে।

সম্মানিত পাঠক ভাই! আপনার কাছে এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশ সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ। তাঁর বংশ বলতে তাঁদেরকে বুঝায় যারা তাঁর সঙ্গে তাঁর পরদাদা হাশিমের সাথে মিলিত হয়েছেন এবং যাঁদের জন্য দান-সাদকা গ্রহণ করা হারাম। উম্মুল মুমিনীনগণকে তাঁদের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়।

সম্ভবত: ঐসব ব্যক্তির প্রতি আমাদের ভালবাসার দৃষ্টান্ত তাঁদের নামগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, তাঁদের উপর আমাদের সন্তুষ্টি এবং তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে জানা।

বর্তমান সময়ে সাহাবী শব্দটি তাঁদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে যারা মুমিন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেয়েছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন।

আমরা এই চিত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর চাচাগণ ও তাঁদের সন্তানদেরকে পৃথকভাবে উপস্থাপন করেছি। একইভাবে আমরা নারী ও পুরুষ এবং যাদের কোন বিষয়ে নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে তাদেরকেও আলাদাভাবে দেখিয়েছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁদেরকে উত্তমভাবে অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন এবং তাদের ও আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসে একত্রিত করুন ..... আমীন।

من إصداراتنا
More Others

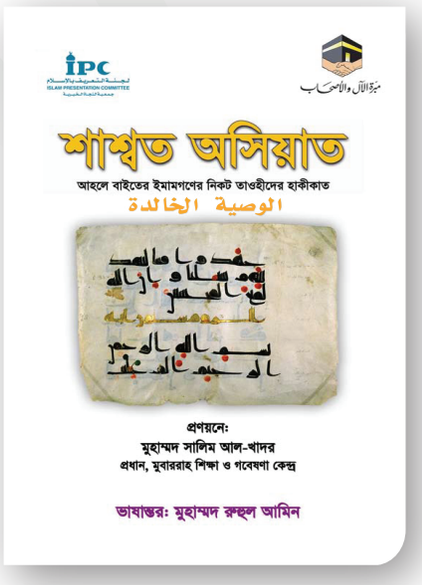





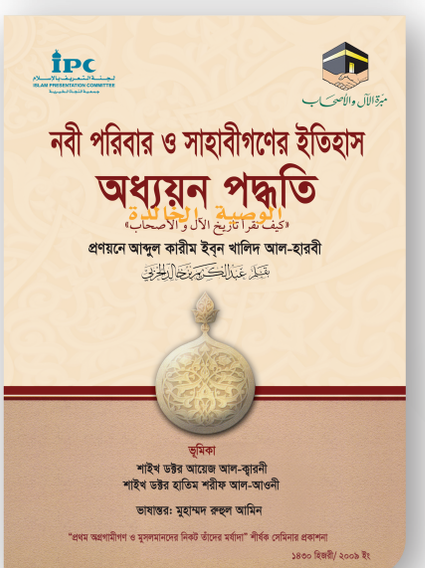

للمساهمة معنا في مشروع طباعة الكتب: 22444117 - 24713897

الإدارة: الفروانية - ق6 - ش3 - بناية رقم 137 - فاكس: 24713873 - ص.ب 1613 الصفاة 13017 - الكويت

المعرض: الكويت - شارع فهد السالم - خلف مسجد الملا صالح - تليفاكس: 22427383

دار التعريف بالإسلام
ISLAM PRESENTATION
ipb@gmail.com - www.ipbshop.com